ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-350 ■ 20 September, 2026 ■ আগরতলা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ২ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশের যুবসমাজের প্রতিভা ও দক্ষতা বিশ্বের আস্থা অর্জন করেছে ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। ভারতের যুবসমাজের প্রতিভা ও দক্ষতা বিশ্বের আস্থা অর্জন করেছে এবং দেশের উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা ও যুবশক্তির কাছে বিশ্বের প্রত্যাশা অনেক বেশি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার ২০তম রোজগার মেলায় নবনিযুক্ত যুবকদের হাতে ৫১ হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে ৪৫টি স্থানে এই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়।

নবনিযুক্ত কর্মীরা রাজস্ব দপ্তর, রেল মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, আর্থিক পরিষেবা দপ্তর এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক ও দপ্তরে যোগ দেবেন।

নবনিযুক্তদের অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশ যখন ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেই সময় তাঁরা সরকারি পরিষেবায় যোগ দিচ্ছেন। তাই প্রতিটি সিদ্ধান্ত এমন হওয়া উচিত, যা বিকশিত ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করবে।

তিনি বলেন, যুবসমাজের ওপর সহযুবকদের প্রতিও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। ভারতের যুবকদের প্রতিভা ও দক্ষতা যে বিশ্বে আস্থা তৈরি করেছে, তা এখন স্পষ্ট। উদ্ভাবক, উদ্যোক্তা এবং দেশের যুবশক্তির কাছ থেকে বিশ্বের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত চায় ব্রিকস যেন শুধুমাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শৃঙ্খলা শুধুই সিপিএমে রয়েছে, কংগ্রেস-বিজেপিতে লেশমাত্র নেই ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। বর্তমান সময়ে বহু রাজনৈতিক নেতা আদর্শ বা নীতির চেয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। ওই দলের নেতাদের মধ্যে এখনও কিছুটা আদর্শ, শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক নীতির উপস্থিতি দেখা যায়। কিন্তু কংগ্রেস ও বিজেপির ক্ষেত্রে সেই শৃঙ্খলা বা রাজনৈতিক নীতির লেশমাত্র দেখা যায় না। শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তায় এমনটাই দাবি করলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

এদিন তিনি বলেন, দলীয় পদে থেকে অনেক সময় মানুষের স্বার্থে খোলাখুলি কথা বলা সম্ভব হয় না। তাই রাজনৈতিক পদ-পদবি ছেড়ে মানুষের সঙ্গে সরাসরি থাকার পথ বেছে নিতে চান তিনি। এদিন ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রদ্যোত অভিযোগ করেন, রাজ্যের একটি অংশের রাজনীতি সবসময় নেতিবাচকতা, ক্ষোভ ও ক্ষমতা দখলের আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। তাঁর কথায়, বর্তমান সময়ে বহু রাজনৈতিক নেতা আদর্শ বা নীতির চেয়ে ক্ষমতার কাছাকাছি থাকাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। তবে সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ওই দলের নেতাদের মধ্যে এখনও কিছুটা আদর্শ, শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক নীতির উপস্থিতি দেখা যায়।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের দলবদল এবং রাজনৈতিক আনুগত্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রদ্যোৎত তাঁর দাবি, অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে রাজনৈতিক অবস্থানও বদলে যায়। কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে বর্তমানে বিজেপির সঙ্গে থাকা কিছু নেতা সিপিআই(এম)-এর দিকে যেতে পারেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের নিয়েও একই ধরনের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন প্রদ্যোৎ।

নিজের প্রতিষ্ঠিত দল তিপরা মথাকেও সমালোচনার বাইরে রাখেননি তিনি। দলের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার প্রভাব নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। একইসঙ্গে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা টিটিএএডিসি প্রশাসনকে ঘিরে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগের প্রসঙ্গও তোলেন তিনি। প্রদ্যোত বলেন, এসব বিষয়ে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেও তিনি প্রত্যাশিত ফল পাননি। তিপ্রা মথার মুখ হিসেবে এসব ঘটনা তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিতেও প্রভাব ফেলেছে বলে ইঙ্গিত দেন তিনি।

তাঁর কথায়, তরুণ প্রজন্ম দেখছে গুয়াহাটি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু ও দিল্লির মতো শহর এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে তাদের মধ্যে হতাশা তৈরি হচ্ছে। তাঁর মতে, এই হতাশাকে সরকার ও বিরোধী দল উভয় পক্ষই রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানোর প্রসঙ্গ তুলে প্রদ্যোত বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও কারও জন্মদিনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবিভিপি'র জয়

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডুসু) নির্বাচনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-র বড় জয়কে কেন্দ্র করে বিজেপি নেতারা কংগ্রেসের রাজনীতি এবং 'ঝুঠ কি গুঞ্জ'-এর বিরুদ্ধে যুবসমাজের বার্তা হিসেবে ফলাফলকে ব্যাখ্যা করেছেন। এবিভিপি ডুসুর চারটি পদের মধ্যে তিনটিতে জয় পেয়েছে। কংগ্রেস-সমর্থিত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) কোনও পদে জয় পায়নি।

বিজেপি-সমর্থিত এবিভিপি ডুসুর সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদকের পদে জয়ী হয়েছে। সহ-সভাপতি পদে জয় পেয়েছেন নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শোকিন।

এবিভিপির জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন বলেন, এই ফলাফল 'নেশন ফার্স্ট' ভাবনার ভিত্তিতে ইতিবাচক ও গঠনমূলক ছাত্র রাজনীতির প্রতি যুবসমাজের আস্থার প্রতিফলন। তিনি 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যে যুবসমাজের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

এক বিজেপি নেতা দাবি করেন, ডুসুতে এবিভিপির জয় যুবসমাজের কাছে বৃদ্ধি ও জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়গুলির গুরুত্বের ইঙ্গিত দেয়। কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর ছাত্র-সম্পর্কিত প্রচেষ্টাকে নিশানা করে তিনি 'ঝুঠ কি গুঞ্জ' বা মিথ্যার প্রতিধ্বনির প্রসঙ্গও তোলেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংও এবিভিপিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই ফলাফল 'নেশন ফার্স্ট' নীতির প্রতি যুবসমাজের আস্থার প্রতীক। ছাত্রস্বার্থ, জাতীয় সেবা এবং দেশ গঠনে এবিভিপি একই নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পড়ুয়ারা পড়াশোনা করেন এবং ডুসুকে সারা দেশের ছাত্রসমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে দেখা হয়। এবিভিপির জয়কে তিনি কংগ্রেস ও বিরোধীদের 'ছাত্রদের কণ্ঠস্বর' সংক্রান্ত প্রচারের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারিও সমাজমাধ্যমে এবিভিপির জয়কে কেন্দ্র করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরভোটে ২১টি নগর সংস্থা ৭৮৪টি ভোটকেন্দ্রের খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থার আসন্ন নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ ও খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছেন কমিশনের সচিব অনুরাগ সেন। তিনি জানান, জেলা মিশনারি তথা জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাশাসক ও জেলা শাসকরা ২১টি নগর সংস্থায় মোট ৭৮৪টি ভোটকেন্দ্রের খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত।

অনুরাগ সেন জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনার ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন যে ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট সমস্ত নগর সংস্থায় খসড়া ভোটকেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি ভোটকেন্দ্র নিয়ে দাবি ও আপত্তি জানাতে পারবেন।

এসইসি সচিব জানান, দাবি ও আপত্তি জানানোর শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। সংশ্লিষ্ট নগর সংস্থাগুলি ২৩ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা পড়া দাবি ও আপত্তি পরীক্ষা করে নিষ্পত্তি করবে। এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

এদিকে, ২১টি নগর সংস্থার নির্বাচন সামনে থাকলেও পুরনির্বাচনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া নিয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা এখনও প্রকাশ করেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

এ বিষয়ে অনুরাগ সেন বলেন, নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা এই মুহূর্তে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন এবং আরও কিছু প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বিষয় সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও প্রক্রিয়াগত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর কমিশনের পক্ষ থেকে পুরনির্বাচন সংক্রান্ত পরবর্তী বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে বলে জানিয়েছেন এসইসি সচিব।

ভিসি নির্বাচন

জোটের সমীকরণ ও সাংগঠনিক বিষয়ে বিজেপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে দলের রণকৌশল নির্ধারণ করতে আজ আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা সহ দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, এমডিসি এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরের নেতারা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় বলেন, বৈঠকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের প্রস্তুতি, বিভিন্ন আসনে জোটের সমীকরণ এবং সাংগঠনিক বিষয় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁচারথলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে আক্রান্ত তিন যুবক, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে পেঁচারথলের শান্তিপুর এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, বুধবার রাতে বাইকে তেল নেওয়ার সময় তিন যুবকের ওপর হামলা চালায় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ঘটনায় আক্রান্ত যুবকরা পেঁচারথল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

জানা গেছে, রঞ্জন চাকমা ২০১৬-১৭ সাল থেকে বিজেপির সক্রিয় সদস্য হিসেবে কাজ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাপের কামড়ে মৃত্যু ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। সর্পদংশনে মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়া শিশুকন্যার। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া মহকুমার যাত্রাপুর থানাধীন ভবানীপুর গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। মৃত শিশুকন্যার নাম আমেনা খাতুন। সে ওই এলাকার বাসিন্দা আবু তাহেরের মেয়ে।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মায়ের কথামতো বাড়ির গবাদি পশুর ঘর থেকে পশুর বাঁধন খুলতে যায় আমেনা। সেই সময় আচমকাই একটি বিষধর সাপ তার পায়ে দংশন করে। পায়ে সামান্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬০ ঊর্ধ নাগরিকদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র সহ একাধিক সুবিধার দাবি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। রাজ্যের ৬০ ঊর্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের জন্য বিশেষ পরিচয়পত্র প্রদানসহ বিভিন্ন সরকারি ও পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা চালুর দাবি জানাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে লিখিতভাবে এই দাবিগুলি তুলে ধরেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে দেওয়া চিঠিতে আশিস কুমার সাহা উল্লেখ করেন, রাজ্যের ৬০ ঊর্ধ বয়স্ক ভারতীয় নাগরিকদের স্বীকৃত বিভিন্ন অধিকার এখনও সহজলভ্য নয়। পাশাপাশি রাজ্যের একটি বড় অংশের মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী ও মহিলারা জীবনধারণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন বলেও তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন, ভারত সরকারের প্রচলিত নিয়ম ও ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির অনেকটাই সহজে সমাধান করা সম্ভব। তাই বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক তথা সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতির প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, রাজ্যের সমস্ত ৬০ ঊর্ধ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিককে উপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা। তাঁর দাবি, এই পরিচয়পত্রের মাধ্যমে প্রবীণ নাগরিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সহজে গ্রহণ করতে পারবেন।

চিঠিতে তিনি ডাকঘর ও ব্যাংকে স্থায়ী আমানতসহ বিভিন্ন জমাকৃত অর্থের ক্ষেত্রে বিশেষ সুদের সুবিধা, নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়করে ছাড় এবং রেল, বিমানসহ সরকারি-বেসরকারি পরিবহনে যাত্রী ভাড়ায় ছাড় দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এছাড়াও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবায় ছাড়, আদালতে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের অগ্রাধিকার এবং বৃদ্ধাশ্রম বা প্রবীণ সেবা কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম খরচে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে দশমীঘাটে চালককে মারধর, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে আগরতলার দশমীঘাটে এক গাড়িচালককে মারধর ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে একটি ক্লাবের সম্পাদকসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই গাড়িচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ চারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা গাড়িচালক জলফুমিয়া প্রতিমা বিসর্জনের জন্য গাড়ি নিয়ে দশমীঘাটে যান। প্রতিমা গাড়ি থেকে নামানোর পর গাড়িটি পিছনের দিকে নেওয়ার সময় সেখানে উপস্থিত দশমীঘাট এলাকার একটি ক্লাবের সম্পাদক মিঠুনের গায়ে গাড়িটি অনিচ্ছাকৃতভাবে লেগে যায় বলে অভিযোগ।

এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে পরিবারের অভিযোগ। তাঁদের দাবি, গাড়িচালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দশমীঘাট ক্লাব চত্বরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েকজন যুবক তাঁর হাত-পা বেঁধে মারধর করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর কাছ থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা এবং মোবাইল ফোন নিয়ে নেওয়া হয় বলেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি-মথার আপসের রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করুণ ঃ সিপিআইএমএল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে এবং প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের কথিত 'সুবিধাবাদী রাজনীতির' বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাল সিপিআইএমএল। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে দলের রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার এই আহ্বান জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে পার্থ কর্মকার অভিযোগ করেন, বিজেপির 'বিভাজন ও প্রতারণার রাজনীতি'র কারণেই রাজ্যে রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। তাঁর দাবি, যে কোনও উপায়ে ক্ষমতায় টিকে থাকাই বিজেপির মূল লক্ষ্য।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাহাড়ে বিজেপি বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, তাতে দলটি এককভাবে নির্বাচনে লড়াই করতে পারবে না বলে মনে করছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক মামলায় বাংলাদেশীর ১২ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। মাদক পাচার ও অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রমের মামলায় এক বাংলাদেশি নাগরিককে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ার এনডিপিএস বিশেষ আদালত। আজ, মাননীয় বিশেষ বিচারক (এনডিপিএস), সোনামুড়া অভিযুক্ত মহম্মদ. মুজাহিদ মিয়া (২৬)-কে পৃথক ধারায় কারাদণ্ড ও জরিমানার সাজা দেন।

আদালত অভিযুক্তকে এনডিপিএস ধারার-এর ২০(বি)(ii)(বি) ধারায় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৩ মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে। একইসঙ্গে এনডিপিএস-এর ২১(সি) ধারায় ১২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও আইপিপি ধারা-এর ৩ ধারায় ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ১ মাসের সাধারণ কারাদণ্ডের নির্দেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে রাস্তা সংস্কারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। বেহাল রাস্তার কারণে মৃতদেহ মসজিদে নিয়ে যেতেও চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। শনিবার এমনই হৃদয়স্পর্শী ঘটনার সাক্ষী থাকল বিশ্রামগঞ্জের নলজলা গ্রাম। ৭০ বছর বয়সি কাসেম মিয়ার মরদেহ কাঁধে নিয়ে গ্রামের রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানালেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নলজলা থেকে জোটতলী পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম্য রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাধীনতার এত বছর পরেও রাস্তায় ইট বসানো কিংবা যথাযথ সংস্কার করা হয়নি। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। ফলে প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের।

শনিবার কাসেম মিয়ার মৃত্যু হলে রাস্তার বেহাল দশার কারণে সেই দুর্ভোগ আরও প্রকট হয়ে সামনে আসে। মসজিদে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও ছিল না বলে অভিযোগ গ্রামবাসীদের। শেষ পর্যন্ত কাসেম মিয়ার মরদেহ কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে বাধ্য হন তাঁরা। এই ঘটনায় ৮০ বছরের বৃদ্ধ রশিদ মিয়াসহ গ্রামের বহু বাসিন্দার চোখে জল দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, জীবিত অবস্থায় চিকিৎসা বা জরুরি প্রয়োজনে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই রাস্তা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানানো হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। এদিন মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দ্রুত নলজলা থেকে জোটতলী পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মাণ ও সংস্কারের আবেদন জানান।

গ্রামবাসীদের আবেদন, আর কোনও পরিবারকে যেন তাঁদের প্রিয়জনের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে বেহাল রাস্তা পেরিয়ে যেতে না হয়। মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে দীর্ঘদিনের এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে, এমনটাই আশা নলজলা গ্রামের বাসিন্দাদের।

জাগরণ আগরতলা,২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
২ আশ্বিন, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আধুনিক ভোগবাদী শিক্ষাব্যবস্থা

বিশ শতকের আশির দশকে সাক্ষরতা অভিযানে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন লেখা হইত 'সাক্ষরতার আলো/ ঘরে ঘরে জ্বালো।' শিক্ষার আলোতে পথচলাই শুধু নয়, নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়াও জরুরি হইয়া পড়িয়াছিল যাহা এখনও সমান সচল, সরব, প্রবহমান। প্রাকস্বাধীনতা থেকেই দেশে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য সক্রিয় হইয়া ওঠে। সেখানে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অন্ধত্ব মোচন থেকে আত্মসচেতন, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ সবই লক্ষ করা যায়। আমজনতার মধ্যে শিক্ষার অভাববোধ থেকেই আধুনিক শিক্ষা জরুরি মনে হইয়াছিল। সেক্ষেত্রে উনিশ শতকের শিক্ষা বিস্তারে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ শতকের বিজ্ঞানের সংযোগ ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। পুথিনির্ভর বিদ্যার সঙ্গে হাতেকলমে শিক্ষার স্বাভাবিক বন্ধুত্ব বিদ্যাশিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনে। সেখানে বিদ্যার গৌরব ও শিক্ষার সৌরভ আধুনিক শিক্ষার বিস্তারকে ক্রমশ আধুনিক চেতনায় নিবিড় করিয়া তোলে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও মনে হইয়াছিল গ্রামের নিম্নবর্গের সবদিক থেকে পিছিয়ে থাকা শোষিত-শাসিত অসহায় মানুষের চোখ খুলিয়া দিতে আধুনিক শিক্ষা একান্ত জরুরি। চোখ থাকিতেও অন্ধ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি 'পল্লী-সমাজ' উপন্যাসের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কথা তুলিয়া ধরেন। দেখিতে দেখিতে বিশ শতক পেরিয়ে একুশ শতকের ইন্টারনেট ও প্রযুক্তির যুগে শিক্ষার আলো শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অনলাইনে ঘরে-ঘরে হাতের মুঠোয় চলিয়া আসে। শিক্ষা হার বাড়িয়া যায়, সাক্ষরতা অভিযানের প্রয়োজন ফুরাইয়া আসে, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে ক্রমশ নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নানা সুযোগসুবিধার ছড়াছড়ি। যেন শিক্ষা বিস্তারের মহোৎসব চারিদিকে। সরকারি অনুদান, সাহায্য, সহানুভূতি, উৎসাহ, উপহার, পুরস্কার সব মিলে সেই উৎসবের দিকে তাকাইলে তাহার আয়োজন যেন প্রয়োজনকেও ছাপাইয়া গেছে। অথচ সেই উৎসবের আলোর নিচেই তাহার অন্ত্যজ অন্ধকার জাগিয়া ওঠে, বিস্তারের মধ্যেই বিস্তর ফাঁক ও ফাঁক প্রকট ভাবে বেরিয়ে পড়ে। তখন সাক্ষরতার সঙ্গে স্বাক্ষরতার পার্থক্য গুলিয়ে যায়। শিক্ষা আর শেখার ব্যবধান প্রকট হইয়া ওঠে। অন্যদিকে শিক্ষার আধারে কুশিক্ষার আঁধারকেই আলো মনে হয় !আসলে আমাদের ডিগ্রিধারী শিক্ষা এখন ডিগ্রিসর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে বিদ্যা ও শিক্ষার যোগ আমাদের আসল শিক্ষা থেকেই বিয়োগ করিয়া চলিয়াছে। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি পরীক্ষা কেন্দ্র মনে হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার্থী আর শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ পরীক্ষক। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কটাই বদলাইয়া গেছে। বিদ্যা লাভ থেকে শিক্ষা অর্জনের ধারণাই সেখানে উপেক্ষিত। সকলে ডিগ্রি নিতে আসে, নম্বরে মার্কশিট রাঙিয়ে জীবন রাঙাইতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থানমুখী বা চাকরিমুখী শিক্ষার প্রসারে ডিগ্রির চাহিদা বাড়ায়াছে, নম্বরের প্রতিযোগিতা আরও তীব্রতর হইয়াছে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার অভিমুখটাই শিক্ষাবিমুখ। কী শিখিলাম বা কতটা শিখিলাম সেখানে গৌণ, আসল তাহার কাগুজে রেজাল্ট। শিক্ষাও সেখানে পরীক্ষাকেন্দ্রিক। কী শেখা জরুরির চেয়ে, কী করিলে রেজাল্ট ভালো হইবে সেদিকেই সবার নজর। সেজন্য শিক্ষায় মেড ইজি, সাজেশন থেকে টেস্ট পেপার, প্রশ্নবিচিত্রার বিজ্ঞাপনে বেশি নম্বর তোলার টোটকার প্রতি টাটকা সতেজতায় শিক্ষার অভিমুখটিই পরীক্ষার মার্কশিট রাঙানোতেই নিঃস্ব হইয়া পড়ে। সারা বছরের শিক্ষার প্রমাণপত্র ঘন্টাকয়েকের মধ্যেই প্রশ্নপত্রের উত্তরেই শংসাপত্র লাভ করে। সেখানে শিক্ষা লাভের শংসাপত্রের সঙ্গে শিখিবার বাস্তবতার গরমিল অত্যন্ত প্রকট। মার্কশিটের নম্বরে শিক্ষার প্রমাণ তো দূরস্থান, তাহার সম্পর্ক মিলাইতে গিয়া শিক্ষার্থীই বিস্মিত হয়। 'কী করিয়া এত নম্বর পেলাম'-এর বিস্ময় তার সাধারণ প্রশ্নের উত্তর না জানাতেই লোকের কাছে আরও বিস্ময়কর হইয়া ওঠে। অন্যদিকে সেই মার্কশিটের উপরে ভরসা থাকায় নিজেদের আভিজাত্য বোঝাইতে আবার অ্যাডমিশন টেস্টের আয়োজন আমাদের প্রাপ্ত নম্বরের অযোগ্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। যার প্রতি শিক্ষার্থীরই সন্দেহ জাগে, লোকের কাছে অবিশ্বাসের কারণ হইয়া ওঠে, তাহা দিয়াই আমাদের মার্কশিট রাঙানো শিক্ষাব্যবস্থা ফুলিয়া ফলিয়া পল্লবিত হইয়া চলিয়াছে। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে সরকারের দৃষ্টি যত আন্তরিক, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহা ততটাই উদাসীন। স্কুলের পাকা দালান, পোশাক-আশাক, বইখাতা, এমনকি দুপুরের খাবার সবেতেই তাহার সুনজর। অথচ শিক্ষকের তীব্র অভাবেই তাহার কুনজর বেরিয়া পড়ে। যেন উপযুক্ত শিক্ষা বাদে সেখানে সবকিছুতেই তাহার দরাজ দৃষ্টি। অন্যদিকে প্রাইভেট স্কুলের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচয় আরও প্রকট। সবকিছু স্কুল থেকে কিনিতে হইবে, শুধু শিক্ষাটা বাইরে থেকে নিতে হবে। ওইটি সেখানে শুধু মেলে না। রেজাল্টসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব মোচনে টিউশন থেকে কোচিং সেন্টারের চাহিদা আগের থেকে অনেক বাড়িয়া গেছে। সেখানে পরীক্ষা বৈতরণী পারের আয়োজন আরও সক্রিয়তা লাভ করে। যা ছিল বিদ্যালয়ের সম্পদ, তাই অচিরেই বাজারজাত পণ্য হইয়া ওঠে। অন্যদিকে বাজারে রেজাল্টটাই যখন জরুরি, তখন তাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রগুলি নম্বর উৎপাদনের কারখানায় পরিণত হয়। যে নম্বর ছিল মূল্যায়নের একক, তাই সময়ান্তরে অবমূল্যায়নের আধার হইয়া ওঠে। আর সেই আধারে অচিরেই আঁধার নামিয়া আসে। শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের বিপুল চাহিদায় উচ্চফলনশীল নম্বরধারীদের দৌরাত্ম্য স্বাভাবিক হইয়া ওঠে। কম নম্বরধারীরা সেখানে পিছাইয়া পড়ে, নিঃস্ব হইয়া যায়। সেখানে ধনীর শিক্ষার আড়ম্বরে গরিবের দারিদ্র প্রকট হইয়া ওঠায় শ্রেণিবৈষম্যকে আরও বাড়াইয়া তোলে।

ধানের জমি থেকে ১০-১২ ফুটের অজগর উদ্ধার, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর: ধানের জমি থেকে ১০ থেকে ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি অজগর সাপ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের জলাপাথর এলাকায়। শুক্রবার সকালে বন দফতরের কর্মীরা সাপটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে ছেড়ে দেন।

জানা যায়, জলাপাথর এলাকার বাসিন্দা বিক্রম দাস এদিন সকালে নিজের ধানের জমিতে ওষুধ দেওয়ার কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর পায়ের নিচে সাপটি পড়ে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পরে খবর ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের বহু মানুষ ধানের জমিতে ছুটে আসেন।

ধানের জমিতে বিশাল আকারের অজগর দেখতে পেয়ে কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আবার অনেকেই সাপটিকে দেখার জন্য কাছাকাছি চলে যান। পরিস্থিতির খবর দেওয়া হয় রাজনগর তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের আধিকারিকদের।

খবর পেয়ে বন দফতরের অফিসার সুকান্ত সরকারসহ অন্যান্য বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর সতর্কতার সঙ্গে ধানের জমি থেকে প্রায় ১০ থেকে ১২ ফুট দৈর্ঘ্যের অজগরটিকে উদ্ধার করা হয়। পরে সাপটিকে বাইসন ন্যাশনাল পার্কে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। ধানের জমি থেকে বিশাল আকৃতির অজগর উদ্ধারের ঘটনায় রাজনগরজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নাম-প্রতীক বিতর্ক, দলীয় পরিচয়ই বড় প্রশ্ন

সন্দীপ বিশ্বাস

দলের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়া নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্তের জেরে পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন উপনির্বাচনের রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ বিরোধ এত দিন মূলত সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার সেই বিরোধ সরাসরি ভোটের ব্যালটে পৌঁছাইয়া গিয়াছে। নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক আপাতত দুই শিবিরের কাছ থেকেই সরাইয়া রাখিয়াছে। ফলে যে দল এত দিন একটি নির্দিষ্ট নাম ও প্রতীক ব্যবহার করিয়া ভোটারদের কাছে গিয়াছে, সেই দলকেই এবার ভিন্ন পরিচয়ে ভোটের মাঠে নামিতে হইতেছে।

এখানেই বর্তমান পরিস্থিতির রাজনৈতিক গুরুত্ব। উপনির্বাচন দুইটি আসনে হইলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর কাছে বিষয়টি শুধু একটি বা দুইটি আসন ধরিয়া রাখিবার প্রশ্ন নহে। দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ, কর্মীদের আনুগত্য এবং ভোটারদের কাছে দলের পরিচয় কতটা অটুট রহিয়াছে, তাহারও পরীক্ষা হইবে। তবে এই দুই উপনির্বাচনের ফলকে সরাসরি গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাপকাঠি হিসাবে দেখাও সমীচীন হইবে না। স্থানীয় প্রার্থী, সংগঠনের শক্তি, স্থানীয় সমস্যা এবং ভোটের বিভাজন এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লইতে পারে।

নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী আপাতত 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নামে এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীকে ভোটে লড়িবে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীর নাম হইয়াছে 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস', প্রতীক 'খাম'। এই ব্যবস্থা আসন্ন উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়াই নেওয়া হইয়াছে। কোন গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের মূল নাম ও প্রতীকের অধিকারী হইবে, সেই প্রশ্নে কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও আসেনি।

রাজনীতিতে প্রতীক অনেক সময় দলের নামের চেয়েও দ্রুত ভোটারের কাছে পরিচিতি তৈরি করে। তৃণমূলের ক্ষেত্রে 'জোড়াফুল' সেই রাজনৈতিক পরিচয়েরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দীর্ঘদিন একই প্রতীকে ভোট হওয়ায় দলের কর্মী-সমর্থক থেকে সাধারণ ভোটার, সকলের কাছেই প্রতীকটির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয় গড়িয়া উঠিয়াছে।

এবার সেই পরিচিত প্রতীক ছাড়াই মমতা-শিবিরকে ভোটের মাঠে নামিতে হইতেছে। নতুন প্রতীক 'ফুটবল খেলোয়াড়' কত দ্রুত ভোটারদের কাছে পরিচিত করানো যায়, তাহা দলের প্রচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইয়া উঠিবে। একই ভাবে ঋতব্রত-শিবিরকেও 'খাম' প্রতীককে ঘিরিয়া নিজেদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় তৈরি করিতে হইবে। তবে প্রতীক পরিবর্তিত হইলেই ভোটের সমীকরণ বদলাইয়া যাইবে, এমন সরল হিসাবও নহে। অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় সংগঠন, প্রার্থীর পরিচিতি, স্থানীয় সমস্যা এবং ভোটারদের রাজনৈতিক পছন্দ প্রতীকের চাহিয়াও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। বিশেষ করিয়া উপনির্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গ্রহণযোগ্যতা ও স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণের প্রভাবও যথেষ্ট থাকিবে।

তৃণমূলের বর্তমান সংঘাতের কেন্দ্রে আসলে রহিয়াছে দলের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। কে দলের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করিতেছে, কোন গোষ্ঠীর হাতে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে এবং কোন পক্ষ তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার দাবি করিতে পারিবে, নাম ও প্রতীক বিতর্কের পিছনে সেই প্রশ্নগুলিই কাজ করিতেছে।

নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত দুই শিবিরের কাছেই তাই তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করিয়াছে। এত দিন যে পরিচয় ব্যবহার করিয়া ভোটারদের কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল, আপাতত তাহা ব্যবহার করা যাইতেছে না। ফলে উভয় পক্ষকেই নতুন করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় ভোটারদের সামনে তুলে ধরিতে হইতেছে।

এই পরিস্থিতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রহিয়াছে, তাহা হইল দলের নিচুতলার সংগঠন। কর্মী ও সমর্থকদের আনুগত্য যদি দুই শিবিরে ভাগ হইয়া যায়, তবে শুধু নাম বা প্রতীক সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সেই বিভাজন মেটানো সম্ভব নহে। বুথ স্তরে কোন পক্ষ সংগঠন ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে, প্রচারে কর্মীদের সক্রিয়তা কতখানি এবং ভোটের দিন সেই সংগঠন কতটা কার্যকর হইতেছে, তাহাই বাস্তব পরিস্থিতির একটি বড় ছবি সামনে আনিবে।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন এই বিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরীক্ষা হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী সঞ্চিতা দে প্রধানকে প্রার্থী করিয়াছিল। তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করিবার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা জানাইয়াছেন।

এর ফলে নন্দীগ্রামে মমতা-শিবিরের নিজস্ব প্রার্থী না থাকা এবং কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করিয়াছে। এর পরেই পুরনো একটি মামলায় মিলন প্রধানের গ্রেফতারি নিয়া রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হইয়াছে। রাহুল গান্ধী গ্রেফতারির সময় ও উদ্দেশ্য নিয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করিয়াছেন, তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হইয়াছে। ফলে নন্দীগ্রামে নাম ও প্রতীক বিতর্কের পাশাপাশি মিলন প্রধানের গ্রেফতারির বিষয়টিও নির্বাচনী প্রচারের আলোচনায় জায়গা করিয়া লইয়াছে। বিজেপি, কংগ্রেস এবং তৃণমূলের দুই শিবিরের প্রচারে এই ঘটনাটির প্রভাব কতটা পড়িবে, তাহাও নজরে থাকিবে।

রেজিনগরের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। এখানে তৃণমূলের দুই শিবিরের পৃথক পরিচয়ের পাশাপাশি কংগ্রেস, বাম এবং বিজেপিও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রহিয়াছে। ফলে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক নিয়া বিভাজনের প্রভাব ভোটের অঙ্কে কতটা পড়িবে, তাহা বুঝিবার ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রটিও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে।

রেজিনগরে স্থানীয় রাজনৈতিক সমীকরণ, প্রার্থীদের ব্যক্তিগত পরিচিতি এবং দলীয় সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর ভোটের প্রবণতাও গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে। তৃণমূলের ভোট দুই শিবিরে ভাগ হইলে অন্য দলগুলি সেই পরিস্থিতির কতটা রাজনৈতিক সুবিধা লইতে পারে, তাহাও ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলিবে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে ভোটের আগে এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নহে।

নাম ও প্রতীক নিয়া নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি আইনি লড়াইও শুরু হইয়াছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হইয়াছে। ফলে উপনির্বাচনের প্রচারের পাশাপাশি আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের দিকেও নজর থাকিবে।

চূড়ান্তভাবে কোন গোষ্ঠী 'তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'জোড়াফুল' প্রতীক ব্যবহার করিবার অধিকার পাইবে, তাহা কেবল একটি নির্বাচনী প্রতীকের প্রশ্ন নহে। এর সঙ্গে দলের সাংগঠনিক বৈধতা, রাজনৈতিক পরিচয় এবং দীর্ঘদিনের পরিচিত ব্র্যান্ডের প্রশ্নও জড়িত।

এই কারণে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনকে কেবল দুইটি আসনের সাধারণ ভোট হিসাবে দেখিলে পুরো ছবিটি ধরা পড়িবে না। আবার এই দুই কেন্দ্রের ফল দিয়াই গোটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে, এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো ঠিক হইবে না। বরং আসন্ন ভোটে নজর থাকিবে, নতুন নাম ও প্রতীক নিয়ে দুই শিবির কতটা সংগঠন ধরে রাখিতে পারিবে, কর্মীদের কতটা একত্রিত করিতে সক্ষম হইবে এবং ভোটারদের কাছে নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় কতটা স্পষ্ট করিতে পারিবে, সেই প্রশ্নগুলির উপর। ৬ অক্টোবরের ভোট এবং ৯ অক্টোবরের ফলাফল সেই প্রশ্নগুলির প্রথম বাস্তব উত্তর সামনে আনিবে।

বালু থেকে সিলিকন থেকে পদ্ধতি- ভারতের সেমিকন্ডাক্টর-যুগ

গোড়া থেকে ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা

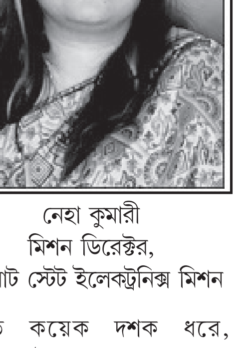

নেহা কুমারী
মিশন ডিরেক্টর,
গুজরাট স্টেট ইলেকট্রনিক্স মিশন

বিগত কয়েক দশক ধরে, সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান একটি বৈপরীত্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত ছিল। ভারতীয় প্রকৌশলীরা অত্যাধুনিক চিপ ডিজাইন করতে সাহায্য করলেও, সেগুলোর উৎপাদন, প্যাকেজিং এবং পরীক্ষার জন্য দেশ ব্যাপকভাবে বিদেশী কারখানার উপর নির্ভরশীল ছিল। সেই ব্যবধান এখন কমতে শুরু করেছে। ২০২১ সালে 'ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন' চালু হওয়ার পর থেকে, ভারত নীতিগত উদ্দেশ্য থেকে সরে এসে কারখানা নির্মাণ, সরবরাহ শৃঙ্খলের উন্নয়ন, প্রতিভা প্রশিক্ষণ এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরবর্তী কাজটি কেবল স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপন করার চেয়েও বড় কিছু। একটি সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো সফল হতে পারে না। এটি ক্রমাগত প্যাকেজিং ও পরীক্ষার সুবিধা, সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, অতি-বিশুদ্ধ রাসায়নিক ও গ্যাস, নির্ভুল প্রকৌশল, লজিস্টিকস, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং দক্ষ জনবলের উপর নির্ভর করে। এই সক্ষমতাগুলোকে একত্রিত করলে পরিবহন ও মজুত খরচ কমে, সরবরাহের সময় সংক্ষিপ্ত হয়, সমন্বয় উন্নত হয় এবং বাস্তবায়নের ঝুঁকি হ্রাস পায়। তাই ভারতকে অবশ্যই সমন্বিত সেমিকন্ডাক্টর ক্লাস্টার তৈরি করতে হবে- কেবলমাত্র স্বতন্ত্র ফ্যাব নয়।

৭৬,০০০ কোটি টাকার "সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম"-এর মাধ্যমে এবং চিপ তৈরি (ফ্যাব্রিকেশন), সংযোজন, পরীক্ষা, প্যাকেজিং ও ডিজাইনের ক্ষেত্রে সহায়তা করার মাধ্যমে ভারত সরকার এই খাতের ভিত্তি স্থাপন করেছে। ছয়টি রাজ্যে মোট বারোটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার জন্য ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পগুলোর আওতায় রয়েছে ওয়েফার ফ্যাব্রিকেশন, উন্নত প্যাকেজিং, মেমোরি সংযোজন ও পরীক্ষা, যৌগিক সেমিকন্ডাক্টর এবং বিশেষায়িত প্রযুক্তি। আসাম, গুজরাট, ওড়িশা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রদেশে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পগুলো একে অপরের পরিপূরক সক্ষমতা গড়ে তুলছে। সেই সাথে ডিজাইন কোম্পানি, উন্নত সরঞ্জাম, ফাউন্ড্রি সুবিধা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতার বিষয়টি উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করে তুলছে।

'বালি থেকে সিলিকন হয়ে পদ্ধতি'- এই নীতিটিই এখন এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে পথ দেখাবে। ভারতের সুবিধা তখনই প্রকাশ পাবে, যখন কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির সহায়তা চিপ ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং, টেস্টিং এবং ইলেকট্রনিক্স পণ্যের সঙ্গে নির্বিঘ্নে তা সংযুক্ত হবে। সহ-অবস্থান সরবরাহকারীদের যোগ্যতা যাচাই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে, যৌথ পরিকাঠামো সক্ষম করতে পারে এবং উৎপাদক, স্টার্ট-আপ ও গবেষকদের একসঙ্গে উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে সহায়তা করতে পারে। এটি দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগগুলোকে (এমএসএমই) প্রধান গ্রাহকদের কাছাকাছি অবস্থান করে সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রবেশ করতে এবং ধীরে ধীরে গুণমান ও নির্ভরযোগ্যতার বৈশ্বিক মান পূরণ করতেও সাহায্য করতে পারে।

একটি বৃহত্তর জাতীয় অভিযানের আওতায় 'ক্লাস্টার' বা শিল্প-গুচ্ছভিত্তিক পদ্ধতি কীভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে, গুজরাট তার জন্যে একটি চমৎকার উদাহরণ। এই রাজ্যটি ভারতের প্রথম বিশেষায়িত সেমিকন্ডাক্টর নীতি প্রবর্তন করেছে এবং একক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে 'গুজরাট স্টেট ইলেকট্রনিক্স মিশন' গঠন করেছে। বর্তমানে এখানে ছয়টি অনুমোদিত প্রকল্প রয়েছে এবং ১.২৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ এসেছে। তবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো ধোলেরা, সানন্দ ও সুরাট- এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে চিপ উৎপাদন (ফ্যাব্রিকেশন), প্যাকেজিং, পরিকাঠামো, সরবরাহকারী এবং দক্ষ জনশক্তির মধ্যে গড়ে ওঠা পারস্পরিক সংযোগ। মাইক্রন টেকনোলজি, কেইনস সেমিকন এবং সিজি সেমি-র স্থাপিত কেন্দ্রগুলোকে কেন্দ্র করে সানন্দ একটি প্রধান প্যাকেজিং ক্লাস্টার হিসেবে গড়ে উঠছে। গুজরাটের তিনটি বড় কেন্দ্র ২০২৬ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। তাদের কার্যক্রম যন্ত্রপাতি, বিশেষায়িত রাসায়নিক, শিল্প-গ্যাস, ক্লিনরুম, টেস্টিং, লজিস্টিকস এবং প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা সূক্ষ্ম প্রকৌশল পরিষেবার ক্ষেত্রে ধারাবাহিক চাহিদা তৈরি করছে। এই চাহিদা সরবরাহকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে, দূরবর্তী পরিষেবা নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভরতা কমাতে পারে এবং ভারতীয় প্রযুক্তি কোম্পানি ও এমএসএমই গুলোর জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ধোলেরা সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের মূল কেন্দ্র বা "অ্যাঙ্কর" হিসেবে কাজ করছে। তাইওয়ানের "পাওয়ারচিপ সেমিকন্ডাক্টর ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন"-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে টাটা ইলেকট্রনিক্স সেখানে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক সেমিকন্ডাক্টর কারখানা স্থাপন করছে। এখানকার দ্বৈত-গ্রিড বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, নিরবচ্ছিন্ন জল সরবরাহ, বর্জ্য শোধনাগার, এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগ, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বিশেষ শিল্পাঞ্চলগুলো সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত পরিকাঠামোরই প্রতিফলন। এছাড়া, "ক্রিস্টাল ম্যাট্রিক্স"-এর কম্পাউন্ড-সেমিকন্ডাক্টর ও অ্যাডভান্সড-প্যাকেজিং প্রকল্প এবং সুরাটে "সুচি সেমিকন"-এর কারখানা গুজরাটের প্রযুক্তিগত ভিত্তি ও সম্ভাব্য সরবরাহকারী নেটওয়ার্ককে আরও সম্প্রসারিত করছে। ক্লাস্টারগুলোকে অবশ্যই কারখানাগুলোর সাথে জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে হবে। পণ্ডিত দীনদয়াল এনার্জি ইউনিভার্সিটির প্যাকেজিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং আইআইটি গান্ধীনগরের 'চিপ-ইন' এক্সটেনশন সেন্টার ও 'সমর্থ' ন্যানো-ফ্যাব্রিকেশন সুবিধা- এগুলো শিল্প-উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরি, গবেষণা এবং প্রক্রিয়ার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে, প্রাথমিক বিনিয়োগ-সহায়তার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও টিকে থাকতে সক্ষম এমন সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠান (অ্যাঙ্কর প্ল্যান্ট), বিশ্ববিদ্যালয়, ডিজাইন সেন্টার এবং যৌথ টেস্টিং বা পরীক্ষাগার সুবিধার মধ্যে অনুরূপ সংযোগ স্থাপন অপরিহার্য।

কোনো দেশই একা একটি সম্পূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে পারে না। বৈশ্বিক প্রযুক্তি অংশীদারিত্ব, পুঁজি এবং বাজার অপরিহার্য থাকবে। ভারতের সুযোগ নিহিত রয়েছে এগুলোর সাথে একটি বৃহৎ অভ্যন্তরীণ বাজার, গভীর প্রকৌশল প্রতিভা এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমন্বয় করার মধ্যে। 'সিলিকন টু সিস্টেমস: বিল্ডিং দ্য ইকোসিস্টেম' থিমের অধীনে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬, প্রকল্প থেকে ক্লাস্টারের দিকে এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে পারে। গুজরাট একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি জাতীয়: আন্তঃসংযুক্ত সেমিকন্ডাক্টর ক্লাস্টার যা ঝুঁকি কমায়, অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনকে গভীরতর করে এবং ভারতকে চিপ, প্রযুক্তি ও সিস্টেমের একটি বিশ্বস্ত বৈশ্বিক উৎস হিসেবে গড়ে তোলে। চূড়ান্ত সাফল্য পরিমাপ করা উচিত কম লিড টাইম, দ্রুততর যোগ্যতা যাচাই এবং ভারতের অভ্যন্তরে সৃষ্ট মূল্যের ক্রমবর্ধমান অংশের মাধ্যমে।

পশ্চিম এশিয়ার ভারত কি ক্রমশ একলা ?

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

এক সময় যা ছিল 'তেল এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বাসস্থান' আজ তা ভারতের কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অন্যতম প্রধান মূল ভিত্তি। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনশীল মানচিত্রে একটি প্রশ্ন ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে-পশ্চিম এশিয়ায় কি নয়া দিল্লি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে? গত কয়েক দশকে নরেন্দ্র মোদি সরকারের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ার ভারতের নীতিকে। তবে বর্তমান ভু-রাজনৈতিক সমীকরণ এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ভারতের সেই সাফল্য ও অবস্থানকে এক বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি ছিল 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' এবং একই সঙ্গে ইসরায়েল; ইরান এবং সুন্নী আরব দেশগুলির (যেমন সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর) সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্বরাজনীতিতে এই বহুমাত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের এক অনন্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির সাম্প্রতিক অক্ষবদল এবং আঞ্চলিক সংঘাত ভারতের এই সমান্তরাল নীতির বাস্তবায়নকে প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে ইসরায়েল- হামাস সংঘাত এবং তার পরবর্তী আঞ্চলিক উত্তেজনার ফলে। মার্কিন মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে আরব বিশ্বের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য যে 'আব্রাহাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়েছিল; ভারত তাকে অত্যন্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিল। এই পরিবেশেই জি -২০ সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় 'ভারত- মধ্যপ্রাচ্য- ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডোর' (IMEC)। এই প্রস্তাবিত পথকে বলা হচ্ছিল চীনের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'(BRI)- এর কাউন্টার এবং ভারতের বাণিজ্যিক উন্নতির এক নতুন স্বর্ণদুয়ার। কিন্তু গাজা সংকটে পুরো উদ্যোগটিকে এক ধাক্কায় অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছে। সুন্নি আরব দেশগুলো; বিশেষ করে সৌদি আরব; এখন ইসরায়েলের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কে ফেরার আগে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালোভাবে সামনে আনছে। ফলে; IMEC প্রকল্পের বাস্তবায়ন আপাতত হিমঘরে।

দ্বিতীয়ত; ইরানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে টানাপোড়েন ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে আরোও দুর্বল করছে। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইরানের 'চাবাহার বন্দর' প্রজেক্টে ভারত দীর্ঘকাল ধরে যুক্ত। মধ্য এশিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে(INSTC Corridor) চাবাহার ভারতের জন্য এক বিকল্প পথ; যা পাকিস্তানকে এড়িয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের উপর কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ওয়াশিংটনকে চটানোর অনিচ্ছা ভারত- ইরান সম্পর্কের স্বাভাবিক গতিকে মন্থর করেছে। অন্যদিকে; এই শূন্যস্থানের সুযোগ নিয়ে ইরান ও চীনের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে। চীন ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে বড়সড় প্রভাব বিস্তার করেছে —যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বেজিংয়ের মধ্যস্থতা। ভারত যেখানে এই অঞ্চলের পুরনো জটিলতা এড়িয়ে নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে; চীন সেখানে তৃতীয়ত; উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর (GCC) সঙ্গে সম্পর্কের দিকটি পর্যালোচনা করা যাক। কৌশলগত ও কূটনৈতিক স্তরে সংযুক্ত আরব আমির শাহি (UAE) ও সৌদি আরবের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আজও বেশ উষ্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আরব দেশগুলি এখন তাদের অর্থনীতিকে জ্বালানি-তেল নির্ভরতা থেকে সরিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর করার চেষ্টা করছে (যেমন সৌদি আরবের 'ভিশন-২০৩০')। এই পরিবর্তনের ফলে ওই অঞ্চলে কম দক্ষতার ভারতীয় শ্রমিকের চাহিদা যেমন কমছে; তেমনই চীন সেখানে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার দখল করছে। তাহলে ভারত কি সত্যিই একা হয়ে পড়ছে? উত্তরটি কেবল হ্যাঁ বা না-তে দেওয়া সম্ভব নয়। নয়াদিল্লি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে বললে ভুল হবে। (I2U 2—ভারত; ইসরায়েল;আমেরিকা ও সংযুক্ত আরব আমির শাহি) জোটে ভারতের উপস্থিতি এখনোও গুরুত্বপূর্ণ। আরব দেশগুলোতে থাকা কোটি কোটি প্রবাসী ভারতীয়দের পাঠানো রেমিট্যান্স এবং শক্তি নিরাপত্তায় (Energy Security)ভারত আজও পশ্চিম এশিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তবে সমস্যার মূলে রয়েছে ভারতের অতিরিক্ত সতর্ক অবস্থান। প্রতিটি আঞ্চলিক শক্তির সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে গিয়ে ভারত প্রায়শই কোনো একটি সংকটে স্পষ্ট বা বলিষ্ঠ অবস্থান নিতে পারে না। ইজরায়েলের বন্ধু হয়ে থাকার পাশাপাশি আরব বিশ্বের আস্থা বজায় রাখা এবং আবার চীনের প্রভাব ঠেকানো—এই ত্রিভুজ নীতির সামঞ্জস্য বজায় রাখা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে।

পরিশেষে; পশ্চিম এশিয়ায় ভারত সম্পূর্ণ একা না হলেও; এটা স্পষ্ট যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি আজ এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। কেবল ইতিহাসের ভারসাম্য রক্ষার দোহাই দিয়ে আধুনিক ভূ-রাজনীতিতে নিজের অবস্থান টিকিয়ে রাখা যায় না। চীন যেভাবে পশ্চিম এশিয়ায় পা রাখছে এবং আমেরিকা যেভাবে সেখান থেকে ধীরে ধীরে নজর সরাচ্ছে; তাতে ভারত যদি দ্রুত নিজের রণকৌশল পুনর্বিন্যাস না করে; তবে মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশাল বাণিজ্যিক ও কৌশলগত দাবার বোর্ডে ভারত যে অপ্রাসঙ্গিক বা 'একলা' হয়ে পড়বে না— তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

মেচেদা; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার—
৬২৯৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর গ্রেফতারিতে সায়নী ঘোষের প্রতিক্রিয়া, তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের আশা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেফতারি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানালেন এনসিপিআই সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি জানান, ওই নেতার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে তিনি জানতেন। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মধ্যে জোট হবে।

সায়নী ঘোষ বলেন, "কংগ্রেসের হয়ে যিনি প্রার্থী হয়েছেন, সেই নেতার বিরুদ্ধে কয়েকটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে বলে গতকাল পর্যন্ত আমি জানতাম। এখন এটা রাজনীতি। নির্বাচনের আগে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বা কী পদক্ষেপ করা হবে, সেটা দুই দলের বিষয়।"

তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে যে কেউ নির্বাচন কমিশন বা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। গণতন্ত্রে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিসব রাজনৈতিক দলেরই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের প্রসঙ্গে সায়নী ঘোষ বলেন, "আমি আশা করি, রাহুলজির নেতৃত্বে কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে জোট করবে। এটা হলে বার্তা যাবে যে এই জোট প্রকৃত অর্থেই একটি জোট, শুধু কথার কথা নয়।"

শুক্রবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একটি পুরনো খুনের মামলায় কংগ্রেস মনোনীত নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রার্থী মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়েছে, ১৯ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনের একদিন আগে এই গ্রেফতারি হয়। পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই খুনের মামলায় মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি হয়েছিল।

এর আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে তৃণমূলের সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তৃণমূলের প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এই সমর্থনের ঘোষণা করা হয়।

এর পরই মিলন প্রধানের গ্রেফতারির সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনা বিজেপির "প্রতিহিংসার রাজনীতি"-র প্রতিফলন।

এদিকে কংগ্রেস ও তৃণমূলের সম্পর্ক নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজনৈতিক দল তৈরি হয় নিজেদের বিস্তারের জন্য। নির্বাচনে পরাজিত হলেই কোনও রাজনৈতিক দল বিলীন হয়ে যায় না। তিনি বলেন, "কেউ কেন রাজনৈতিক দল তৈরি করেন? যাতে দলটি বৃদ্ধি পায়। আমরা কি নির্বাচনে হারি না? প্রতিটি নির্বাচনে সর্বত্র আমরা জিতি না। আমাদের দলও হারে।"

দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, কিছু ব্যক্তি এক রাজনৈতিক দল থেকে অন্য দলে চলে যেতে পারেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাজনৈতিক দলটি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তাঁর মতে, কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে তৈরি হওয়া দলগুলির ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা দেখা যায়।

নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের ২০২৮-২৯ মেয়াদের প্রার্থিতায় শান্তিরক্ষা অগ্রাধিকার: পি হরিশ

রাষ্ট্রসংঘ, ১৮ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২০২৮-২৯ মেয়াদে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতের প্রার্থিতায় শান্তিরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পি হরিশ। তিনি বলেন, শান্তিরক্ষার মূল ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সম্পদ দেওয়া এবং শান্তিরক্ষা অভিযানগুলির সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শুক্রবার স্থানীয় সময় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষা সংক্রান্ত উন্মুক্ত বিতর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিশ বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের মূল উদ্দেশ্য পূরণে শান্তিরক্ষা অপরিহার্য। তাই ২০২৮-২৯ মেয়াদের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদের জন্য ভারতের প্রার্থিতায় বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়েছে।

তিনি বলেন, ভারত এমন একটি শান্তিরক্ষা কাঠামোর পক্ষে, যা আরও বেশি সম্পদসমৃদ্ধ, সুরক্ষিত এবং যে বিশ্বের সেবা করে তার প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে আরও ভারসাম্যপূর্ণ হবে।

গত জুনে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে আগামী বছর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য ভারতের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন। ভারতের নির্বাচনী ইশতেহারের নাম দেওয়া হয়েছে 'শান্তি''আদর্শ, আস্থা (এবং) সততার মাধ্যমে সামগ্রিক অগ্রগতি নিশ্চিতকরণ'- এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

হরিশ বলেন, শান্তিরক্ষায় ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেনা-অবদানকারী দেশ। ৫০টিরও বেশি শান্তিরক্ষা মিশনে ভারত প্রায় ৩ লক্ষ সেনা মোতায়েন করেছে। তিনি জানান, রাষ্ট্রসংঘের নীল হেলমেটধারী শান্তিরক্ষী হিসেবে ১৮৪ জন ভারতীয় প্রাণ দিয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগই শান্তিরক্ষা বিষয়ে ভারতের অবস্থানকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় গড়ে তুলেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

শান্তিরক্ষা অভিযানকে আরও কার্যকর করতে একাধিক প্রস্তাবও দেন হরিশ। তিনি বলেন, যে দেশগুলি সেনা ও পুলিশ সদস্য পাঠায়, মিশনের দায়িত্ব নির্ধারণ বা পর্যালোচনার আগে তাদের সঙ্গে কাঠামোবদ্ধভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, শান্তিরক্ষা মিশনের দায়িত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের অগ্রাধিকারগুলির সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। তা না হলে দীর্ঘমেয়াদে এই মিশনগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

হরিশের মতে, প্রতিটি শান্তিরক্ষা মিশনের দায়িত্বের সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থাকা দরকার এবং নিরাপত্তা পরিষদকে সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। একই সঙ্গে সম্পদের অপচয় রোধ এবং সেগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শান্তিরক্ষা মিশনের দায়িত্বগুলিও যৌক্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও শান্তিরক্ষা মিশন নিয়ে একই ধরনের কিছু মতামত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শান্তিরক্ষীদের মোতায়েনের আগে মিশনের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে দেশগুলিতে শান্তিরক্ষা অভিযান চলছে, তাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। গুতেরেস বলেন, শান্তি অভ্যন্তরীণভাবেই গড়ে তুলতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় পক্ষগুলিই সেই প্রক্রিয়ার মূল ভূমিকা পালন করবে।

মুঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৩ ডজনের বেশি পড়ুয়া অসুস্থ, খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): শুক্রবার গভীর রাতে বিহারের মুঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলে আতঙ্ক ছড়ায়। তিন ডজনেরও বেশি পড়ুয়া বমি, ডায়রিয়া, জ্বর ও দুর্বলতার মতো উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে অসুস্থ পড়ুয়াদের সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের পর অধিকাংশ পড়ুয়ার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে তাঁরা হস্টেলে ফিরে যান। এক সহকারী অধ্যাপক এবং কলেজের কয়েকজন কর্মীও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে।

অসুস্থতার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা করা হলেও, এখনও সঠিক কারণ নিশ্চিত হয়নি। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে কলেজে প্রসাদ তৈরি করা হয়েছিল। পড়ুয়া, অধ্যাপক ও অন্যান্য কর্মীরা সেই প্রসাদ গ্রহণ করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার থেকেই কয়েকজন পড়ুয়ার মধ্যে অসুস্থতার উপসর্গ দেখা দেয় বলে খবর। তবে শুক্রবার সন্ধ্যার পর হঠাৎ করে আরও অনেক পড়ুয়া বমি ও ডায়রিয়ার অভিযোগ করতে শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জ্বর ও দুর্বলতার কথাও জানান।

একসঙ্গে একাধিক হস্টেল আবাসিক অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর পেয়ে কলেজ প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। আক্রান্ত পড়ুয়াদের সদর হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শম্ভু শঙ্কর কলেজের কর্মীদের সঙ্গে হস্টেলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

সদর হাসপাতালে চিকিৎসক ড. ফাইজউদ্দিন অসুস্থ পড়ুয়াদের চিকিৎসা করেন। তিনি জানান, তিন ডজনেরও বেশি পড়ুয়া ডায়রিয়া, জ্বর ও দুর্বলতার মতো উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং তাঁদের কলেজের হস্টেলে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শম্ভু শঙ্কর বলেন, অসুস্থতার কারণ খাদ্যে বিষক্রিয়া কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তিনি জানান, ওই প্রসাদ পড়ুয়াদের পাশাপাশি অধ্যাপক ও কলেজের কর্মীরাও গ্রহণ করেছিলেন। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হবে। ঘটনার কারণ জানতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত করা হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তদন্তে কোনও ধরনের গাফিলতি ধরা পড়লে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

আট বছর আগের ঋণের টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, গুরুতর আহত মহিলা

ধর্মনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর: আট বছর আগে ধার দেওয়া ৫০ হাজার টাকা ফেরত চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার পূর্ব ফুলবাড়ি এলাকার টুকবাজালাই পার মসজিদের সামনে। আহত মহিলা শুক্কুরজান বিবি বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, শুক্কুরজান বিবির নিকট আত্মীয় জাকির হোসেন দুই দফায় তাঁর কাছ থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে জাকির হোসেন বেঙ্গালুরু চলে যান। অভিযোগ, দীর্ঘ আট বছর পেরিয়ে গেলেও সেই ধার করা টাকা ফেরত দেওয়া হয়নি। বৃহস্পতিবার জাকির হোসেনের মায়ের মৃত্যুর পর মরদেহ দাফনের সময় পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার দাবি জানান শুক্কুরজান বিবি। অভিযোগ, এ নিয়ে টুকবাজালাই পার মসজিদের সামনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেই সময় জাকির হোসেনের ভাই জহির হোসেনসহ তাঁর আরও তিন ভাই শুক্কুরজান বিবির উপর হামলা চালান বলে অভিযোগ।

অভিযোগকারিণীর দাবি, তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয়। একইসঙ্গে তাঁর গলায় থাকা সোনার চেইন এবং মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ঘটনার পর দমকল কর্মীরা আহত শুক্কুরজান বিবিকে উদ্ধার করে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নামে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

PNIe-T NO:-27/EE-I/2026-27, Dated 18/09/2026

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to **15.00 hours on 28-09-2026** for 03 (Three) nos. Construction / Maintenance works. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINE
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B).
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C/1988/26

আই, টি. আই, লংতরাই ভ্যালীতে খালি আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে, অনলাইন ভর্তির পর এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত খালি আসনের জন্য আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে ২০২৬-২৭ এবং ২০২৬-২৮ ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডে ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে Walk-In-Admission/Spot Admission- এর জন্য পুনরায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষণের সময়কাল		শূন্য আসনের সংখ্যা				শিক্ষাগত যোগ্যতা
		অসংরক্ষিত (UR)	তপশিলি উপজাতি (ST)	তপশিলি জাতি (SC)	মোট আসন	
1-Year Trade	COPA	NIL	NIL	01 (01 for Ex-Servicemen)	01	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
	Dress Making	08	10	05	23	অষ্টম উত্তীর্ণ
	Welder	NIL	05	01	06	
	Pump Operator cum Mechanic	01 (01 for Ex-Servicemen)	NIL	NIL	01	অঙ্ক ও প্রৌদ্যোগিকি/ বিজ্ঞান সহকারে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ
2-Years Trade	Electrician	01 (01 for Ex-Servicemen)	NIL	NIL	01	
	Electronics Mechanic	NIL	03 (01 for Ex-Servicemen)	NIL	03	
	Mechanic R&AC	NIL	03	NIL	03	

- ভর্তির নিয়মাবলী ও শর্তাবলী ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
- সমস্ত সার্টিফিকেটের (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Admit Card, Marksheet, Pass Certificate, AADHAAR card, Caste, PRTC/Citizenship, PH, Ex-Serviceman), Ration Card self-attested copy আবেদনপত্রের সাথে আই টি আই লংতরাই ভ্যালীতে জমা দিতে হবে এবং ওরিজিন্যাল সার্টিফিকেটগুলি কর্তৃপক্ষকে দেখাতে হবে।
- ভর্তি চলবে: ২২/০৯/২০২৬।
- সময়ঃ- বেলা ১১:০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
- আসন সংরক্ষণ ত্রিপুরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।
- ভর্তির আসনপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সেইদিনই Caution money ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, ২ কপি ছবি AADHAAR–Bank Passbook ও সমস্ত সার্টিফিকেটের self-attested photo copy জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। অন্যথায় সেই আসনটি পরবর্তী আবেদনকারীকে দেওয়া হবে।
- ড্রপ-আউট প্রশিক্ষনার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না। আই টি আইতে প্রশিক্ষন চলা-কালীন সময়ে একই সঙ্গে সমসাময়িক অন্য কোন নিয়মিত কোর্স করা যাবে না। ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষনার্থীদের আই টি আই এর নিয়ম ও নির্দেশাবলী মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
- বিস্তারিত তথ্যাদি আই টি. আই -এর ট্রেনিং সেকশন থেকে জানা যাবে।

স্বাক্ষরিত
অধ্যক্ষ
আই টি আই, লংতরাইভ্যালি
ধলাই, ত্রিপুরা

ICA/D-1012/26

আইআইটি বম্বের পড়ুয়ার মৃত্যু: পরীক্ষার ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এফআইআর

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) বম্বের দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় পরীক্ষার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সকলের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে মুম্বই পুলিশ। শনিবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় আইআইটি বম্বের পওয়াই ক্যাম্পাসে ওই পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়। পরীক্ষার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভিযোগে কর্তৃপক্ষের হাতে ধরা পড়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। গত ছয় মাসে আইআইটি বম্বের পওয়াই ক্যাম্পাসে এটি তৃতীয় আত্মহত্যার ঘটনা বলে জানা গিয়েছে। এদিনের শুরুতে ঘটনাটি নিয়ে একটি অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ রিপোর্ট (এডিআর)-ও দায়ের করা হয়েছিল। মৃত পড়ুয়ার নাম সাহিল ওয়াকোড়ে। মহারাষ্ট্রের ইয়বতমাল জেলার বাসিন্দা সাহিল আইআইটি বম্বের এনার্জি সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। তাঁর পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা মুম্বইয়ে পৌঁছেছেন। পরিবারের সদস্যদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাসের অন্যান্য পড়ুয়ারও বক্তব্য নিচ্ছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আইআইটি বম্বের তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা চলাকালীন উত্তর পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাহিল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ছবি বা বিষয়বস্তু চ্যাটজিপিটিতে আপলোড করেছিলেন। তবে এই ঘটনার পর তাঁর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। আইআইটি বম্বে জানিয়েছে, পরীক্ষার ইনস্ট্রাক্টর এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। তাঁকে কাউন্সেলিং করা হয় এবং আশ্বস্ত করা হয় যে এই ঘটনার কারণে তাঁর শিক্ষাজীবনে কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে না। এরপর সাহিল নিজের হস্টেল কক্ষে ফিরে যান। পরে সন্ধ্যায় তাঁর কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এক বিবৃতিতে আইআইটি বম্বে পড়ুয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, এই ঘটনায় প্রভাবিত তাঁর বন্ধু, সহপাঠী, শিক্ষক এবং অন্যান্যদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে মৃত্যুর পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনার পর একদল পড়ুয়া ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, সাহিলের মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশাসনের তরফে সব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। কয়েকজন বিক্ষোভকারী দাবি করেন, পরীক্ষার ঘটনার জেরে সাহিলকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের আরও দাবি, এমন শাস্তি হলে তাঁকে হস্টেল ছেড়ে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে হতে পারত। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের আরও দাবি, এই ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপের ফলে তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স নির্ধারিত চার বছরের পরিবর্তে আরও দীর্ঘ হতে পারত। তাঁদের অভিযোগ, সম্ভাব্য শাস্তি নিয়ে ভয় ও মানসিক চাপ সাহিলের মৃত্যুর ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকতে পারে। তবে এই দাবিগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষোভের পর ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং আরও তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে পুলিশ।

Notification regarding Re-opening of SAMARTH Portal (Final Call) for 5th phase admission in First semester in Govt. General Degree College in the Academic Year 2026-27

The SAMARTH portal is re-opening for the Last Time only for those students who have not received admission at any College or who has not filled the Online Admission form earlier at Samarth Portal. The portal will be open from 21/09/2026 to 23/09/2026 (up to 12:00 midnight) for such eligible students only. **After this phase SAMARTH portal will not be re-opened for registration or application submission**.

The following instructions are to be followed by the students:

1.

1) **Students who have already taken admission in any Government Degree College are strictly directed not to participate in this process. At any point of time if it is found that already admitted student has participated in this process hiding his/her admission status and take admission at any college, then both the admissions will be cancelled.**
2) Vacancy positions of all colleges are uploaded at the websites of the College Websites and notice boards. All eligible students are instructed to check carefully subject-wise vacancy positions at the colleges they are going to choose.
3) A Student who passed Higher Secondary / equivalent examination and didn't fill the Online Admission form earlier at Samarth Portal can register themselves at the Portal and can apply to a maximum of 4 (four) Colleges and can choose up to 02 (two) Major Subjects per College along with one minor subject respectively of their choice.
4) A Student, who has already registered to Samarth Portal and didn't exercised all options i.e. didn't apply four colleges and didn't get admission at any college, they can fill their pending options after careful selection of College and Major subject based on the vacancy status.
5) A Student who has already registered to Samarth Portal and exercised all option i.e. already applied in four colleges but didn't get admission then they can re-register themselves at Samarth portal with new e-mail ID. They can apply to a maximum of 4 (Four) Colleges and can choose up to 02 (two) Major Subjects per College along with one minor subject respectively of their choice. i.e. a student can submit total 8 nos. of applications for admission.
6) After Submission of the applications student need to keep the PDF download or print the admission form for
future reference.
7) If a student makes any mistake during filling-up of online admission form like wrong upload or wrong choice of
subject then it may be corrected within the last date of submission.
8) Merit list will be prepared by the College based on the applications received during this phase and admission will be granted as per merit. Admission of any student will be finalized by the respective Colleges subject to verification of all original testimonials.
9) Helpline numbers of all the colleges are already uploaded at the website of Directorate of Higher Education, SAMARTH Portal and College websites.

1. Date of submission of online admission application through SAMARTH portal. Eligible Students have o login to https://dhetripuraadmission.samarth.ac.in or https://highereducatio.tripura.gov.in to access external link to SAMARTH Portal. Govt. of India to apply for admission.	:	21/09/2026 to 23/09/2026 (up to 12:00 midnight)
2. Date of publication of the subject-wise merit list (5th phase) admission in the College website and Notice board (as per available vacancy).	:	24/09/2026
3. Admission (Physical admission in colleges with original testimonials). [Admission schedules and subsequent merit lists to be published & announced by the respective colleges]	:	25/09/2026 to 28/09/2026

* After that, if vacancy is available, the remaining admission process will be carried out by the College authority. The notification of such vacancies and admission schedule shall be published by the respective colleges.

(Director)
Education (Higher) Department
Tripura

ICA/D/1016/26

নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর গ্রেফতারি নিয়ে রাহুল গান্ধী-ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সোশ্যাল মিডিয়ায় বাকযুদ্ধ

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী শিবিরের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে শুক্রবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সঞ্চিতা দে প্রধান নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন থেকে তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন। এরপরই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

শুক্রবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় রাহুল গান্ধী দাবি করেন, মিলন প্রধানের গ্রেফতারি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ঘটনা এবং এটি গণতন্ত্রের উপর আঘাত। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বিশ্বাস করে না। তাঁর দাবি, কখনও ভোট চুরি, কখনও সরকার দখল এবং কখনও রাজনৈতিক দল দখলের মাধ্যমে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধী আরও বলেন, কংগ্রেস ভয় পাবে না বা মাথা নত করবে না। নির্বাচনী লড়াই থেকে সরে না গিয়ে দল লড়াই চালিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।এর প্রায় এক ঘণ্টা পর রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের জবাব দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, তাঁর নেতৃত্বাধীন 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস'-এর অভিযোগের ভিত্তিতেই মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে তিনটি খুনের মামলা বিচারাধীন রয়েছে এবং নির্বাচনের সময় আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক।

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্ভবত মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলির প্রকৃত তথ্য রাহুল গান্ধীকে জানায়নি।এদিকে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশন 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুল ও ঘাস' প্রতীক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর শুক্রবার তৃণমূলের দুই শিবিরকে পৃথক নাম ও প্রতীক বরাদ্দ করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরকে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক দেওয়া হয়। অন্যদিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের নাম দেওয়া হয় 'ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস' এবং তাদের প্রতীক হিসেবে বরাদ্দ করা হয় 'খাম'।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরের নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রার্থী সঞ্চিতা দে প্রধান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন এবং নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটি পুরনো খুনের মামলায় গ্রেফতার হন মিলন প্রধান।

নাগাল্যান্ডের পড়ুয়াদের ১০ দিনের 'সীমা দর্শন' সফর, উদ্যোগ অসম রাইফেলসের

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): নাগাল্যান্ডের একদল পড়ুয়া ১০ দিনের 'সীমা দর্শন সফরে' রওনা হয়েছে। সেনাবাহিনীর স্পিয়ার কোরের অধীন অসম রাইফেলস 'অপারেশন সদ্ভাবনা'র আওতায় এই সফরের আয়োজন করেছে। দুর্গম অঞ্চলের তরুণ প্রজন্মকে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

'অপারেশন সদ্ভাবনা'র আওতায় এই ধরনের সফরের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে ভারতের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। পাশাপাশি, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করে দেশের নিরাপত্তা ও সীমান্ত রক্ষায় তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কেও জানার সুযোগ পায় তারা।

এবারের দলে নাগাল্যান্ডের কোহিমার রংসোমা সরকারি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০ জন পড়ুয়া এবং দুই শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরা গুয়াহাটি, তেঙ্গা, তাওয়াং এবং তেজপুর সফর করবেন। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর কোহিমায় ফিরে আসার কথা রয়েছে তাঁদের।

স্পিয়ার কোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ জানিয়েছে, এই সফর তরুণদের ভারতের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং দেশের নিরাপত্তায় নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা দেবে।

অরুণাচল প্রদেশের তেঙ্গা ও তাওয়াং ভারতের উত্তর সীমান্তের প্রতিরক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। একই সঙ্গে এই দুই অঞ্চলের নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতিও রয়েছে। অন্যদিকে, অসমের তেজপুরও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সেনাবাহিনীর চতুর্থ কোর বা 'গজরাজ কোর'-এর সদর দফতর রয়েছে। পাশাপাশি, তেজপুরে ভারতীয় বায়ুসেনার একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধবিমান ঘাঁটি রয়েছে, যেখানে সু-৩০ এমকেআই-এর মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান পরিচালিত হয়।

চলতি বছরে নাগাল্যান্ডের তরুণদের জন্য এটি এ ধরনের দ্বিতীয় সফর। এর আগে মার্চ মাসে নাগাল্যান্ডের ওখা জেলার ভান্ডারি এলাকার ২০ জন পড়ুয়া এবং তিন শিক্ষক গুয়াহাটি ও কলকাতা সফর করেন। সেখানে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

২০২৫ সালে নাগাল্যান্ডের কিফিরে জেলার ইয়াংফি এলাকার পিএম শ্রী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ও শিক্ষকদের দিল্লি ও আগ্রা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই সফরে তাঁরা লালকেল্লা ও তাজমহলের মতো ঐতিহাসিক স্থাপত্য পরিদর্শনের পাশাপাশি জাতীয় যুদ্ধ জাদুঘরে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এবারের সফরে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে পড়ুয়াদের মতবিনিময়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের যোগাযোগ জাতীয় সংহতি জোরদার করার পাশাপাশি তরুণদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

পুজোর আগে চুলে ডিম থেরাপি

রাস্তায় বেরোলেই ধুলোবালি, ধোঁয়া আর দূষণের প্রথম কোপটি পড়ে আমাদের চুলে। ফলে চুল হয়ে ওঠে জটপাকানো, রুক্ষ এবং প্রাণহীন; দেখা দেয় দোফলা চুলের সমস্যাও। দুর্গাপুজো কড়া নাড়ছে দুয়ারে, তাই পার্লারের রাসায়নিক উপাদানে ভরা দামী ট্রিটমেন্টের বদলে ঘরোয়া পথেই ফেরানো যাক চুলের প্রাকৃতিক জেল্লা। আর চুলের পুষ্টিতে ডিমের চেয়ে উপকারী উপাদান বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। প্রোটিন, ফ্যাট এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিনে ভরপুর ডিম চুলকে গভীরে গিয়ে কন্ডিশন করে। তবে ডিমের হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটাই বড় বাধাএর কড়া আঁশটে গন্ধ! অনেক সময় শ্যাম্পু করার পরও এই গন্ধ চুলে থেকে যায়। চিন্তার কিছু নেই, ডিমের সঙ্গে কয়েকটি প্রাকৃতিক উপাদান মিশিয়ে নিলেই দূর হবে এই দুর্গন্ধ, আর চুলও পাবে দ্বিগুণ পুষ্টি। ১. একটি ডিমের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ টক দই এবং এক চা চামচ মধু ভালো করে ফেটিয়ে নিন। দই চুলের খসখসে ভাব দূর করে আর মধু লক করে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা। চুলের স্ক্যাল্প থেকে ডগা পর্যন্ত এই প্যাক লাগিয়ে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তারপর ঠান্ডা জলে ধুয়ে শ্যাম্পু করে নিন। ২.একটি ডিমের মধ্যে দুই টেবিল চামচ তাজা অ্যালোভেরা জেল এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। অ্যালোভেরা চুলকে সিল্কি করে এবং লেবুর সাইট্রাস গুণ ডিমের বাজে গন্ধ এক নিমেষে দূর করে। ১৫-২০ মিনিট মাথায় রেখে ধুয়ে ফেলুন। তবে মাথায় কোনও অ্যালার্জি বা ক্ষত থাকলে লেবু এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। ৩.একটি পাকা কলা ভালোভাবে পেস্ট করে তার সঙ্গে ডিম মিশিয়ে নিন। কলার নিজস্ব চমৎকার গন্ধ ডিমের গন্ধকে একদম চেপে দেয় এবং এটি চুলের শুষ্কতা দূর করতে দারুণ কার্যকরী। চুলে লাগিয়ে ২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ধুয়ে ফেলুন। ৪. একটি ডিমের সঙ্গে তিন টেবিল চামচ নারকেলের দুধ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। নারকেলের দুধ চুলকে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় ও প্রাকৃতিকভাবে স্ট্রেইট ও নরম করতে সাহায্য করে। এই মাস্কটি চুলে ২০ মিনিটের বেশি রাখবেন না, তারপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫.একটি ডিমের সঙ্গে এক টেবিল চামচ কফি পাউডার এবং এক টেবিল চামচ দই মিশিয়ে নিন। কফির তীব্র ও সুমিষ্ট সুবাস ডিমের দুর্গন্ধকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলে। এই প্যাকটি ১৫-২০ মিনিট রেখে ঠান্ডা জলে ভালো করে চুল ধুয়ে নিন। জরুরি টিপস: ডিমের হেয়ার মাস্ক ধোয়ার জন্য ভুলেও গরম বা ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করবেন না। গরম জল পেলে ডিম চুলে জমে গিয়ে আটকে যাবে এবং গন্ধও থেকে যাবে। সবসময় স্বাভাবিক ঠান্ডা জল দিয়েই চুল ধোবেন।

ইস্ত্রি ছাড়াই জামা হবে টান টান এক ঘরোয়া কৌশলে

ব্যস্ত সকালে ইস্ত্রি করার ঝামেলার কারণে অনেকেই চরম বিপাকে পড়েন। আলমারি থেকে বের করা কুঁচকে যাওয়া জামাকাপড় ইস্ত্রি করার মতো হাতে যদি একদম সময় না থাকে, তবে কেমন হয় যদি ওয়াশিং মেশিন থেকেই জামাকাপড় একদম টানটান আর ইস্ত্রি করা অবস্থায় বের হয়? শুনতেও অবাক লাগলেও, গৃহস্থালির এমনই এক সহজ কৌশল বা 'হ্যাক' নিয়ে এখন নেটপাড়ায় জোর চর্চা চলছে।

কোনও ধরনের ইস্ত্রি বা আয়রন ছাড়াই কীভাবে ওয়াশিং মেশিনে জামাকাপড়ের কুঁচকে যাওয়া ভাব দূর করবেন? উত্তরটি লুকিয়ে রয়েছে আপনার ফ্রিজের বরফের টুকরোয়! কীভাবে কাজ করে এই পদ্ধতি? সহজ এই উপায়টি মেনে চলা অত্যন্ত সহজ। ওয়াশিং মেশিনের ড্রাইভার বা ড্রায়ার সাইকেলের সময় পোশাক ড্রায়ারে দেওয়ার পর তার মধ্যে কয়েকটি বরফের টুকরো ফেলে দিন। এরপর ড্রায়ার অন করে দিন।

ড্রায়ারের ভেতরের গরম বাতাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে বরফ গলতে শুরু করে এবং মেশিনের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে গরম স্টিম বা বাষ্প তৈরি হয়। এই জলীয় বাষ্প পোশাকের কাপড়ের তন্তুকে শিথিল করে তোলে, যার ফলে কাপড়ের সমস্ত ভাঁজ এবং কুঁচকে যাওয়া ভাব নিমেষেই গলে মেলায়। ড্রায়ার বন্ধ করার পর দেখা যাবে, ইস্ত্রি করার মতোই জামাকাপড় একদম সোজা ও টানটান হয়ে গিয়েছে।

যে বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন:

১. অতিরিক্ত পোশাক নয়: এই পদ্ধতি কার্যকর করতে হলে ওয়াশিং মেশিনে অল্পসংখ্যক জামাকাপড় দিতে হবে। মেশিন একদম ঠাসা জামায় ভর্তি থাকলে স্টিম সঠিকভাবে সব কাপড়ে পৌঁছতে পারবে না। ২. হালকা কাপড়: সুতি বা হালকা কাপড়ের টি-শার্ট, শার্ট ও শর্টসের ক্ষেত্রে এই কৌশল সবচেয়ে ভালো কাজ করে। তবে অতিরিক্ত জ্যাকেট বা ভারী কাপড়ের ক্ষেত্রে ড্রায়ারের সময় সামান্য বাড়িয়ে দিতে হতে পারে।

৩. ওয়াশিং মেশিনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জামাকাপড় বের করে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দেওয়া জরুরি। মেশিনের ভেতরে বেশিক্ষণ ফেলে রাখলে আবার কুঁচকে যেতে পারে।

বিদ্যুৎ বাঁচানো থেকে শুরু করে সকালের তাড়াহুড়োয় সময় বাঁচানোদৈনন্দিন জীবনের এই ছোট্ট কৌশলটি বহু মানুষের কাছেই এখন আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে। ইস্ত্রির ঝামেলা এড়াতে আপনিও আজই ট্রাই করে দেখতে পারেন এই বরফের ট্রিক!

গায়ে শুঁয়োপোকা লাগলে কী কী করবেন

গাছপালার আশপাশে হাঁটাহাঁটি করার সময় অসাবধানতাবশত গায়ে শুঁয়োপোকা লাগা একটি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সমস্যা হল, শুঁয়োপোকা চামড়ার সংস্পর্শে এলে এর গা থেকে সূক্ষ্ম বিষাক্ত রোঁয়া ত্বকে ফুটে যায়। এর ফলে তীব্র চুলকানি, লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, জ্বালাপোড়া এবং অনেকের ক্ষেত্রে মারাত্মক অ্যালার্জির সৃষ্টি হয়। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে এই কষ্ট বেশ কিছুদিন ধরে ভোগাতে পারে। গায়ে শুঁয়োপোকা লাগলে চটচলদি কী করবেন এবং কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলবেন, জেনে নিন

১.শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে বা স্পর্শ করলে ভুলেও সেই স্থানটি হাত দিয়ে ঘষবেন না। ঘষাঘষি করলে শুঁয়োপোকার বিষাক্ত রোঁয়াগুলি ত্বকের আরও গভীরে ঢুকে যায় এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। ২. আক্রান্ত স্থানে যদি এখনও রোঁয়া আটকে থাকে, তবে একটি পরিষ্কার সেলোটেপ বা মাস্কিং টেপ চেপে ধরে আলতো করে তুলে ফেলুন। এতে ত্বকে বিঁধে থাকা অদৃশ্য সূক্ষ্ম রোঁয়াগুলি টেপের সঙ্গে উঠে আসবে। ৩. রোঁয়া তোলার পর আক্রান্ত স্থানটি ঠান্ডা জল ও মৃদু সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন, হাত দিয়ে জোরে ডলে ধোবেন না, জল ঢেলে আলতো করে পরিষ্কার করুন। ৪. জ্বালাপোড়া ও ফোলা ভাব কমাতে আক্রান্ত স্থানে কাপড়ে বরফ পেঁচিয়ে ১০—১৫ মিনিট সেঁক দিন। বরফ ত্বকের সুড়সুড়ি ও তীব্র অস্বস্তি কমাতে দ্রুত সাহায্য করে। ৫. ত্বকের ক্ষারীয় ভাব বজায় রাখতে এবং চুলকানি কমাতে বেকিং সোডার সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করে লাগাতে পারেন। এছাড়া বাজারে পাওয়া যায় এমন ক্যালামাইন লোশন ত্বকে লাগিয়ে রাখলে বেশ আরাম মেলে।

৬.অ্যালোভেরা জেল বা একটু তুলোয় নারকেল তেল নিয়ে আক্রান্ত স্থানে লাগিয়ে রাখলে ত্বকের প্রদাহ অনেকটাই উপশম হয়। কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন? যদি শুঁয়োপোকার রোঁয়া চোখে বা মুখে লাগে, কিংবা গায়ে লাগার পর শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, ঠোঁট বা গলা ফুলে যাওয়া এবং তীব্র অ্যালার্জির মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তবে আর দেরি না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বা নিকটস্থ হাসপাতালে যাওয়া জরুরি।

প্রতিদিন এক টুকরো আদা এক মাস খেলে কী উপকার হয়

ফল ও শাকসবজির পাশাপাশি কিছু মশলাতেও শরীরের জন্য উপকারী নানা প্রাকৃতিক উপাদান আছে। আদাও তেমনই একটি মশলা, যা বহু শতাব্দী ধরে রান্নার পাশাপাশি চিকিৎসাতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে রয়েছে জিঞ্জেরল, শোগাওল ও জিনিবরিনের মতো প্রাকৃতিক যৌগ, যা শরীরের নানা ভাবে উপকার করে।

আদার অন্যতম সক্রিয় উপাদান জিঞ্জেরলের অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি শরীরের প্রদাহ ও জ্বালা কমাতে সাহায্য করতে পারে। নিয়মিত আদা খেলে মাসল পেন, শরীরের অস্বস্তি ও ব্যায়ামের পর হওয়া মাসল পেন কিছুটা কমতে পারে বলে বিভিন্ন গবেষণায় জানা গিয়েছে। বমি বমি ভাব বা পেটের অস্বস্তি কমানোর জন্য আদা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গাড়ি বা বিমানে যাতায়াতের সময় মোশন সিকনেসের কারণে হওয়া বমিভাবও এর মাধ্যমে কমে যায়। গর্ভাবস্থায় বমি বমি ভাব কমাতেও অনেকে আদা ব্যবহার করেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। আদা হজমশক্তি ভাল রাখতে সাহায্য করতে পারে। এটি পাকস্থলী ও অন্ত্রের গতিবিধি স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভোগেন এমন কিছু মানুষও আদা খেয়ে উপকার পেতে পারেন। তাই খাবারের সঙ্গে পরিমিত আদা যোগ করা হজমের জন্য সহায়ক হতে পারে।

পিরিয়ডস বা মাসিকের সময় অনেক মহিলাই পেটের ব্যথা ও ক্র্যাম্পের সমস্যায় ভোগেন। আদায় থাকা প্রাকৃতিক যৌগ এই ধরণের ব্যথা ও অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করতে পারে। কিছু গবেষণায় এও দেখা গিয়েছে, পিরিয়ডের ব্যথা কমাতেও আদার সম্ভাব্য উপকারিতার কথা উঠে আসে। তবে তীব্র ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

নিয়মিত আদা খেলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে বলে গবেষণায় ইঙ্গিত রয়েছে। পাশাপাশি আদার বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সমর্থন করতে পারে। সর্দি-কাশি বা ভাইরাসজনিত অসুস্থতা থেকে সুস্থ হওয়ার সময়ও এটি সাহায্য করে।

প্রতিদিন আদা চিবিয়ে খাবার প্রয়োজন নেই। ছোট একটি টুকরো আদা পাতলা করে কেটে গরম জল, চা, স্মুদি, স্যুপ বা বিভিন্ন রান্নাতে মিশিয়ে খাওয়া যায়। নিয়মিত অল্প পরিমাণ আদা খেলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শরীরে কিছু ইতিবাচক বদল দেখা যেতে পারে। তবে অতিরিক্ত একদম খাবার দরকার নেই।

প্রতিদিন অল্প পরিমাণ আদা খাবারের সঙ্গে যোগ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। তবে আদা কোনও রোগের চিকিৎসার বিকল্প নয়। অতিরিক্ত পরিমাণে আদা খেলে অস্বস্তি হতে পারে। বিশেষ করে যাঁরা কোনও শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের আদা খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ফল ভাল না খারাপ, বুঝবেন কীভাবে

বাজারে ফল কিনতে গিয়ে অনেকেই শুধু রং বা আকার দেখেই সিদ্ধান্ত নেন, কিনবেন কি না। দেখতে সুন্দর হলেই ফল তাজা বা খাবার উপযুক্ত হবে, এমনটা নয়। অনেক সময় বাইরে থেকে ভাল দেখতে ফলের ভিতরে পচন ধরতে পারে। আবার কিছু ফল পাকার সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে যায়, যা নষ্ট হওয়ার লক্ষণ নয়। তাই ফল কেনার বিষয়ে বেশ কিছু জিনিস খেয়াল রাখা দরকার।

১)খোসার দিকে নজর দিন- প্রথমেই ফলের খোসা ভাল করে দেখুন। অতিরিক্ত কালো বা বাদামি দাগ, ফাটা, পচা অংশ বা নরম জায়গা আছে কি না, তা পরীক্ষা করে নিন। একটি ছোট দাগ মানেই যে ফলটি নষ্ট, এমন নয়। তবে দাগ যদি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বা জায়গাটি অস্বাভাবিক নরম লাগে, সেই ফল এড়িয়ে চলাই ভাল। ২)গন্ধ --- তাজা ফলের সাধারণত স্বাভাবিক ও পরিচিত গন্ধ থাকে। ফলের গায়ে নাক নিয়ে পচা, টক বা কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলে সাবধান হন। বিশেষ করে কাটা বা বেশি পাকা ফলের ক্ষেত্রে গন্ধ নষ্ট হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত হতে পারে।

৩)হাতে নিয়ে পরীক্ষা করুন — ফলের ধরণ অনুযায়ী স্বাভাবিক শক্তভাব রয়েছে কিনা খেয়াল করে দেখে নিন। অতিরিক্ত নরম, চুপসে যাওয়া বা চাপ দিলে দেবে যাওয়া ফল অনেক সময় নষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। তবে সব ফলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। যেমন, পাকা কলা, আম স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা নরম থাকে। ৪)চকচকে ফল- কিছু ফল দেখতে অস্বাভাবিক চকচকে। অনেক সময় ফলে জল দিয়ে বা খাবারের উপযোগী মম দিয়ে ফলটি মাখা হয়। তাই ফল খাবার আগে পরিষ্কার জলে ফল ধোয়া জরুরি। খোসা না খাওয়ার উপযোগী হলেও কাটার আগে ফল সবসময় ধুয়ে নেওয়া উচিত। ৫)কাটা ফলের নিয়ম --- কাটা ফলের ক্ষেত্রে ভিতরের অংশ সরাসরি দেখা যায়। অতিরিক্ত বাদামি বা কালো দাগ, পিছলভাব, অস্বাভাবিক জল বের হওয়া বা পচা গন্ধ থাকলে সেই ফল না খাওয়াই নিরাপদ। দীর্ঘ সময় বাইরে থাকা কাটা ফলের ক্ষেত্রেও সতর্ক হওয়া দরকার। মনে রাখবেন, ফল কিনতে গেলে সব সময় ফলওয়ালার কথা না শুনে নিজে পরখ করে নেওয়া খুব দরকার। চেহারা, গন্ধ, ফলের ধরণ --- সবকিছু মিলিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। সামান্য সন্দেহ থাকলেও সেই পচা বা অস্বাভাবিক ফল না খাওয়া ভাল।

শরৎ আসছে বলে

রতন দাস

শরৎ আসছে বলে
আকাশে ভাসছে সাদা মেঘ,
শরৎ আসছে বলে
বাতাসেরও বেড়েছে ঊর্ধ্বমুখী বেগ।

শরৎ আসছে বলে
বনে বনে ফুটছে কাশ ফুল,
শরৎ আসছে বলে
খুশিরা সীমাহীন হারিয়ে দু-কূল।

শরৎ আসছে বলে
ডালে ডালে বেড়েছে পাখিদের স্বর,
শরৎ আসছে বলে
আশপাশের কাউকে আর মনে হয় না পর।

শরৎ আসছে বলে
নতুন লাগে সব কিছু,
শরৎ আসছে বলে
বেদনায় অশ্রুধারা ছেড়েছে পিছু।

শরৎ আসছে বলে
শিশু মনে জাগে কত খুশি,
শরৎ আসছে বলে
মধ্যরাতে মাঝ গগনে পুলকিত শশী।

শরৎ আসছে বলে
ভোরের শিশিরে ঘাসের সতেজ,
শরৎ আসছে বলে
রবির কিরণেও নেই সেই তেজ।

শরৎ আসছে বলে
নদীরা ঢেউ খেলে উজানী পথে,
শরৎ আসছে বলে
মা দুর্গা আসবে চড়ে মস্ত বড় রথে।

শরৎ আসছে বলে
অশুভ অশুর শক্তি হবে ক্ষয়,
শরৎ আসছে বলে
শুভ শক্তি পুনরায়, করে নেবে জয়।

শরৎ আসছে বলে
বিজলী সমেত মেঘের গুরু-গুরু,
শরৎ আসছে বলে
শারদোৎসব, দীপাবলির ঘনঘটা শুরু।

শরৎ আসছে বলে
লোক জমানো মাঠে ঘাটে,
শরৎ আসছে বলে
হই-হুল্লোর হাটে হাটে।

বুকে হালকা ব্যথা হচ্ছে? এই ৫টি লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হোন

মাঝে মধ্যেই কি হঠাৎ বুকের মধ্যে হালকা ব্যথা অনুভব করেন? অনেকেই এমন হলে প্রথমেই গ্যাস, অ্যাসিডিটি বা পেশির তাঁকে দায়ী করেন। সত্যি, বুকে ব্যথার একাধিক কারণে হয়। তবে কখনও কখনও এই সমস্যা হৃদযন্ত্রের সমস্যাকেও ইঙ্গিত করে। তাই বুকের ব্যাথাকে সবসময় সাধারণ সমস্যা বলে ভাবা উচিত নয়। ১- বুক জ্বালা বা ব্যথার অন্যতম সাধারণ কারণ হল অ্যাসিড রিফ্লেক্স। সাধারণত খাবার খাওয়ার পর, বিশেষ করে অতিরিক্ত তেল-মশলাযুক্ত খাবার খেলে এই সমস্যা বাড়তে পারে। টক ঢেঁকুর, গলায় জ্বালা বা মুখে টক স্বাদও আসতে পারে।

২- ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত ব্যায়াম, দীর্ঘক্ষণ ভুল ভঙ্গিতে বসে থাকা বা হঠাৎ শারীরিক পরিশ্রমের পর বুকের পেশিতে টান লাগতে পারে।

৩- অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা উদ্বেগের সময় বুক ধড়ফড়, বুক চাপ ধরা বা হালকা ব্যথা হতে পারে। এর সঙ্গে দ্রুত শ্বাস নেওয়া, ঘাম বা অস্থিরতার মতো উপসর্গও দেখা দিতে পারে। ৪- সর্দি-কাশি, শ্বাসনালীর সংক্রমণ বা ফুসফুসের কিছু সমস্যার ক্ষেত্রেও বুক ব্যথা হতে পারে। ব্যথা কাঁধ, পিঠ বা চোয়াল অবধিও কিছু ক্ষেত্রে ছড়িয়ে যায়। কোন লক্ষণ দেখলেই ডাক্তারের কাছে যাবেন? ১- বুকের মাঝখানে চাপ, চেপে ধরা বা ভারী লাগার অনুভূতি। ২- ব্যথা কয়েক মিনিটের বেশি স্থায়ী হওয়া। ব্যথার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হলেও সমস্যা। ৩- ব্যথা হাত, পিঠ ও চোয়ালে ছড়িয়ে পড়া। ৪- হঠাৎ ঘাম বা বমিবমি ভাব। ৫- মাথা ঘোরা, প্রচন্ড শরীর দুর্বল লাগা বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি। এমন কিছু হলে সবার আগে ডাক্তারের কাছে যান। হালকা ব্যথা হলেও যদি আপনার বারবার ব্যথা হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই নিরাপদ। যদি ব্যথা দিন কয়েক পর আবার ফিরে আসে, তাহলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

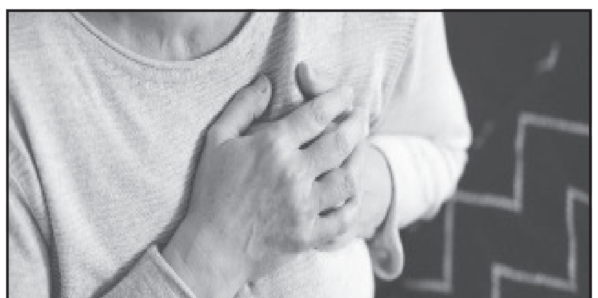

জুবিন গর্গের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সোনাপুরে ভক্তদের ভিড়, উঠল ন্যায়বিচারের দাবি

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গর্গের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার সোনাপুরের জুবিন ক্ষেত্র-এ শত শত ভক্ত, পরিবারের সদস্য এবং শিল্পী সমবেত হন। প্রয়াত শিল্পীর গান গেয়ে ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাঁকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবিও নতুন করে জোরালো হয়।

গুয়াহাটির উপকণ্ঠে অবস্থিত জুবিন ক্ষেত্র হল সেই স্থান, যেখানে গত বছর শিল্পীর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল। শনিবার সেখানে ভক্তদের কণ্ঠে বারবার শোনা যায় জুবিনের গান। তিন দিনব্যাপী স্মরণ কর্মসূচির আয়োজন করে অসম সরকারের সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তর। বৃহস্পতিবার শুরু হওয়া এই কর্মসূচির শনিবার সমাপ্তি হয়।

গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সমুদ্রভ্রমণের সময় জুবিন গর্গের মৃত্যু হয়। এর একদিন পরই নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে তাঁর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে অসমজুড়ে গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয় এবং মৃত্যুর পরিস্থিতি নিয়ে তদন্তের দাবিও ওঠে।

শুক্রবার জুবিন ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সংগীতশিল্পী অঙ্গারাগ 'পাপন' মহন্ত জুবিনের স্ত্রী গরিমা শইকিয়া গর্গের সঙ্গে দেখা করেন। সমবেত মানুষের উদ্দেশে পাপন বলেন, জুবিনের গান পরিবেশন করা তরুণ শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাঁদের গানে কোনও ভুল হলে তা পরে সংশোধন করা যেতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রবীণ অভিনেতা অরুণ হাজরিকা জুবিন ক্ষেত্র পরিদর্শন করে জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচারের দাবি জানান। তবে তাঁর বক্তব্য, একজনের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে গিয়ে যেন অন্য কারও প্রতি অবিচার না হয়। তিনি জুবিনের শেষ ছবি 'রই রই বিনালে' অসমের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পাওয়াকেও স্বাগত জানান।

জুবিনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেন হাজরিকা। তিনি জানান, জুবিন তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন এবং দেখা হলেই তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হতো। এদিকে শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ ১৯ সেপ্টেম্বরকে 'জুবিন দিবস' হিসেবে সরকারি ছুটি ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে জুবিনের মৃত্যুর তদন্তের গতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। জুবিন ক্ষেত্রের উন্নয়নকাজ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়া এবং সেখানে সীমানা প্রাচীর না থাকার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাও শনিবার জুবিন গর্গকে তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় জুবিনের সঙ্গে নিজের দুটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'মিস ইউ জুবিন'।

জুবিন গর্গ ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লাজারাস আইল্যান্ডের কাছে সাঁতার কাটার সময় মারা যান। তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্তিতে সোনাপুরের জুবিন ক্ষেত্রে তিন দিনব্যাপী 'জুবিন দিবস' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ফুল ও নতুন গামছা দিয়ে সাজানো হয়েছে স্মৃতিক্ষেত্রটি। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম হয়েছে।

কর্মসূচির প্রথম দিন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে নাম-প্রসঙ্গের আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শেষ দিনে ভাগবত পাঠ ও ভাওনা পরিবেশনের আয়োজন রাখা হয়। অসম সরকারের পক্ষ থেকেও স্মৃতিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করা হয়েছে, যাতে দূরদূরান্ত থেকে আসা মানুষ নির্বিঘ্নে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে এবং শৃঙ্খলা বজায় রেখে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। 'প্রাণের শিল্পী' নামে ভক্তদের কাছে পরিচিত জুবিন গর্গ অসমের সমকালীন সংগীত ও চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ প্রভাব রেখে গেছেন। তাঁর গান ও শিল্পকর্ম অসমের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে। জুবিনের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে জুবিন ক্ষেত্র তাই তাঁর ভক্তদের কাছে শুধু স্মৃতিচারণের স্থান নয়, তাঁর শিল্পীসত্তা ও সাংস্কৃতিক অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মৃত্যুর ঘটনায় জবাবদিহির দাবিরও অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি মহিলা সহ ভারতীয় টাউট আটক

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর: বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ভারতে অবস্থানের অভিযোগে আগরতলা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকা থেকে তিন বাংলাদেশি মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের সঙ্গে থাকা এক ভারতীয় নাগরিককেও সন্দেহভাজন 'টাউট' হিসেবে আটক করা হয়েছে। বিমানবন্দর থানার ওসি শ্যামল দেবনাথ এই তথ্য জানিয়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৩টা নাগাদ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিক ঘোরাফেরা করছেন বলে গোপন সূত্রে খবর পায় পুলিশ। খবরের ভিত্তিতে বিমানবন্দর থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক পুরুষ ও তিন মহিলাকে আটক করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিন মহিলা নিজেদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। আটক ভারতীয় নাগরিকের নাম সিরাজুল ইসলাম। তিনি যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কৈত্যফলা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের দাবি, ওই ব্যক্তি তিন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, তিন মহিলার বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তাঁদের অভিযোগ, সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেন। তবে ভারতে প্রবেশ বা অবস্থানের বৈধ কোনও নথিপত্র তাঁদের কাছে ছিল না। তাঁদের কাছ থেকে কোনও ভারতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টও উদ্ধার হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে তিন মহিলা পুলিশকে জানান, কর্মসংস্থানের সন্ধানে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন। তবে গুয়াহাটি পর্যন্ত যাওয়ার পর তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল এবং পরবর্তী গন্তব্য কোথায় ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন বিমানবন্দর থানার ওসি।

এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মামলা রুজু করেছে পুলিশ। চারজনকেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হচ্ছে। তিন মহিলার সঙ্গে থাকা সিরাজুল ইসলামকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

তিন বাংলাদেশি মহিলার ভারতে প্রবেশের ঘটনায় কোনও মানবপাচার চক্রের যোগ রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। এ প্রসঙ্গে ওসি শ্যামল দেবনাথ জানান, এই মুহূর্তে মানবপাচার চক্রের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে কি না তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্তের পর বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মহিলাদের ভারতে প্রবেশ এবং তাঁদের গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ভয় ও আতঙ্ক ছড়াতে 'ডক্সিং' কৌশল আইএসআই-এর, নিশানায় সাধারণ নাগরিক থেকে আধিকারিক

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) ভারতে কম খরচের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালানোর কৌশল হিসেবে 'ডক্সিং' ব্যবহার করছে বলে সতর্ক করেছেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তাঁদের অভিযোগ, সাধারণ নাগরিক, সরকারি আধিকারিক এবং নিরাপত্তা কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে তা অনলাইনে প্রকাশের মাধ্যমে ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, আইএসআই সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে টার্গেট করা ব্যক্তিদের ফোন নম্বর, শারীরিক অবস্থান, ছবি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করছে। এর জন্য পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা যুবকদের নিয়োগ করছে এবং হ্যাকারদেরও কাজে লাগানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

এক সিনিয়র আধিকারিক বলেন, "ডক্সিং আইএসআই-এর নতুন অস্ত্র। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে সংস্থাটি যুবকদের নিয়োগে যথেষ্ট সময় ও অর্থ ব্যয় করছে।" তাঁর দাবি, সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে হুমকিমূলক বার্তা জুড়ে তা অনলাইনে প্রকাশ করা হতে পারে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একই কৌশল ব্যাপকভাবে প্রয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

এক গোয়েন্দা ব্যুরো আধিকারিকের মতে, এটি ভারতে আইএসআই-এর বৃহত্তর প্রচারযুদ্ধেরই অংশ। একদিকে রাষ্ট্রবিরোধী প্রচার চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য ও ছবি প্রকাশ করে তাঁদের হুমকি দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি দুষ্টুমি বলে মনে হলেও এর পিছনে মানুষকে আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যে বৃহত্তর মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ থাকতে পারে।

আরেক আধিকারিকের দাবি, বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভারতীয় নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্যে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ডেটা হ্যাক করার পদ্ধতিও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ্যে আনারও চেষ্টা হতে পারে বলে তিনি জানান।

গোয়েন্দা আধিকারিকদের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম এই ধরনের কৌশল ব্যবহার করেছিল আইএসআই। প্রথমদিকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এবং পরে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিশানা করা হয়েছিল বলে তাঁদের বক্তব্য। এর মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এবার একই কৌশল দেশের অন্যান্য অংশেও প্রয়োগের চেষ্টা চলছে বলে আধিকারিকরা দাবি করেছেন।

তাঁদের বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে প্রচলিত সামরিক সংঘাতে সাফল্য অর্জন করা কঠিন বুঝে পাকিস্তান এখন প্রচার ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের দিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর পর পরিস্থিতিতে পরিবর্তন এসেছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে তাঁরা দাবি করেন। একই সঙ্গে, আইএসআই-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় সন্ত্রাসী মডিউল তৈরির প্রচেষ্টাও এখনও প্রত্যাশিত ফল দেয়নি বলে গোয়েন্দা সূত্রের বক্তব্য।

এই পরিস্থিতিতে তুলনামূলকভাবে কম খরচে এবং কম প্রস্তুতিতে আতঙ্ক তৈরির লক্ষ্যে অনলাইন প্রচার ও ডক্সিংকে ব্যবহার করা হতে পারে বলে আধিকারিকরা মনে করছেন। তাঁদের দাবি, সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সামরিক আধিকারিক, সাংবাদিক, গবেষক এবং সরকারি আধিকারিকদেরও নিশানা করা হতে পারে।

গোয়েন্দা সূত্রের মতে, এই ধরনের ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের উদ্দেশ্য শুধু ভয় তৈরি করা নয়। আইএসআই-নিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ বা পাকিস্তান-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের তদন্ত ও প্রকাশ্যে আনার কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের নিরুৎসাহিত করাও এর অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ডক্সিংয়ের মাধ্যমে দেশজুড়ে ভয় ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি করাই এই কৌশলের উদ্দেশ্য বলে দাবি করেছেন এক আধিকারিক। তাঁর বক্তব্য, জম্মু ও কাশ্মীরে যে কৌশল ব্যবহার করা হয়েছিল, এবার তার পরিধি আরও বিস্তৃত করে দেশের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগের চেষ্টা হতে পারে।

দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত, হাসপাতালে সোনার চেন-নগদ লুটের অভিযোগ

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: দুর্ঘটনাগ্রস্তদের উদ্ধার করতে গিয়ে মারধর ও হেনস্তার শিকার হওয়ার পাশাপাশি হাসপাতালে গিয়েও সোনার চেন ও নগদ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। বিশ্বকর্মা পূজার রাতে তেলিয়ামুড়া থানাধীন দক্ষিণ পুলিনপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অভিযোগকারী খোয়াই চেব্রি এলাকার বাসিন্দা যতন রুদ্র পাল জানান, ব্যক্তিগত গাড়ির চালককে সঙ্গে নিয়ে তেলিয়ামুড়ায় কাজ সেরে আগরতলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। দক্ষিণ পুলিনপুর বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে রাস্তার পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় এক পুরুষ, এক মহিলা ও একটি শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেন। মানবিকতার খাতিরে গাড়ি থামিয়ে তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে যান যতন রুদ্র পাল ও তাঁর চালক।

অভিযোগ, সেই সময় স্কুটিতে করে কয়েকজন যুবক ঘটনাস্থলে এসে তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। পরে যতন রুদ্র পাল ও তাঁর গাড়িচালককে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও দুর্ঘটনাগ্রস্ত তিনজনকে ফেলে না রেখে তাঁদের নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যান যতন রুদ্র পাল।

তবে অভিযোগ, হাসপাতালেও তাঁদের ওপর ফের হামলা হয়। যতন রুদ্র পালের দাবি, তাঁর গাড়িচালক কোনও কাজে হাসপাতালের বাইরে গেলে কয়েকজন যুবক তাঁকে হাসপাতালের ভেতর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে। এরপর তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি গলায় থাকা সোনার চেন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

অভিযোগকারীর আরও দাবি, হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি গার্ডদের সামনেই এই ঘটনা ঘটে। ফলে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার পর শনিবার তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন যতন রুদ্র পাল। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শিক্ষায় দুর্বল ফল, অর্থাভাব ও রাজনীতিকরণ: শিশুদের জন্য ব্যর্থ হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

ঢাকা, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সক্ষমতা ও চরিত্র গঠনের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে বলে একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান সংকট সেই মৌলিক ব্যর্থতারই প্রতিফলন বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা সংকটকে প্রায়ই পরীক্ষায় নকল, দুর্বল শিক্ষার ফলাফল, মুখস্থনির্ভর পাঠ্যক্রম, দুর্বল কারিগরি প্রশিক্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিকরণ এবং দীর্ঘদিনের অর্থাভাবের মতো বিচ্ছিন্ন সমস্যার সমষ্টি হিসেবে তুলে ধরা হয়। তবে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এগুলি বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়, বরং শিক্ষা ব্যবস্থার একই অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বারবার প্রকাশ।

বিশ্বব্যাংকের ২০২৪ সালের হিসাব উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পরও ৫১ শতাংশ শিশু বয়সোপযোগী লেখা পড়ে তার অর্থ বুঝতে সক্ষম হয় না। দেশে প্রায় সব শিশুই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেও এই পরিসংখ্যানকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ শিশুদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পর্যায় থেকে অনেকটাই এগিয়েছে, কিন্তু তাদের যথাযথভাবে শেখানোর ক্ষেত্রে এখনও বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়ানোর পর এখন শিক্ষার গুণমান নিশ্চিত করাই বড় সমস্যা। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ও দীর্ঘদিন ধরে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২ শতাংশ বা তার কম রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনেস্কোর 'এডুকেশন ২০৩০' কাঠামোতে নির্ধারিত জিডিপির ৪ থেকে ৬ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয়ের মানদণ্ডের তুলনায় এই বরাদ্দ যথেষ্ট কম বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে অবশ্য বলা হয়েছে, শুধু অর্থ বরাদ্দ বাড়ালেই সমস্যার সমাধান হবে না। দুর্বল প্রশাসন, শিক্ষাদানের মান এবং ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্যক্রমের মতো বিষয়গুলির সংস্কারও জরুরি। একই সঙ্গে পর্যাপ্ত অর্থ ছাড়া দক্ষ শিক্ষক, আধুনিক গবেষণাগার এবং প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। ফলে বাংলাদেশের সামনে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশি অর্থ ব্যয় করার পাশাপাশি সেই অর্থ আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রতিবেদনের মতে, শিক্ষার এই দুর্বলতাগুলির প্রভাব সরাসরি দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার ওপর পড়বে। দেশের অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত মানবসম্পদ ও দক্ষতা গড়ে তুলতে না পারলে ভবিষ্যতে তার বড় প্রভাব পড়তে পারে। প্রতিবেদনে সতর্ক করে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালে যে শিশু দুর্বল শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠছে, ২০৫০ সালে কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার প্রভাব দেখা যেতে পারে। একইভাবে আজকের মুখস্থনির্ভর কারিগরি শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে উৎপাদনশীলতার সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারেন, আর আজকের রাজনীতিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে দুর্বল গবেষণা পরিকাঠামোর কারণ হতে পারে।

নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে 'শি কেয়ার' ও স্কুল চক্ষু মূল্যায়ন কর্মসূচি

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা ফেমিনা, ডিস্ট্রিক্ট ৩২২জি-র উদ্যোগে অল ইন্ডিয়া অপথালমোলজিক্যাল সোসাইটি এবং এইমস, নয়াদিল্লির সহযোগিতায় শনিবার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে 'শি কেয়ার' সচেতনতা কর্মসূচি এবং স্কুল চক্ষু মূল্যায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য, সুস্থতা এবং প্রতিরোধমূলক যত্ন সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয়। 'শি কেয়ার' সচেতনতা অধিবেশনটি পরিচালনা করেন লায়ন্স ক্লাবের গাইডিং লায়ন, পিডিজি লায়ন ডঃ এস. কে. ধর, পিএমসিভিসি।

পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের চোখের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও দৃষ্টিশক্তি মূল্যায়নের জন্য বিশেষ চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ডঃ এ. কে. চাকমার নেতৃত্বে সাতজন চিকিৎসকের একটি দল এই কর্মসূচি পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে সচেতন করা এবং সময়মতো চোখের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরাই ছিল এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। স্কুল কর্তৃপক্ষ, চিকিৎসক দল এবং লায়ন্স ক্লাবের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা ফেমিনার সভাপতি লায়ন ভাস্বতী সেনগুপ্ত দেবনাথ, এলওয়াই ২০২৬—২৭-সহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির মূল বার্তা ছিল, "সুস্থ জীবন, উন্নত দৃষ্টি, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।"

ভুয়ো নথি নিয়ে এঝিমালা নৌ অ্যাকাডেমিতে প্রায় এক বছর কাজ, বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতার

কান্নুর, ১৯ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভুয়ো নথি ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে অত্যন্ত নিরাপত্তাবেষ্টিত ইন্ডিয়ান নেভাল অ্যাকাডেমি (আইএনএ), এঝিমালার লন্ড্রি বিভাগে কাজ করার অভিযোগে এক বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। ঘটনায় কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই সামরিক প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা যাচাই প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গোপন সূত্রে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আইবি)-এর কাছে তথ্য আসার পর অ্যাকাডেমি থেকেই ৩২ বছর বয়সি অভিযুক্ত সোরেনকে হেফাজতে নেওয়া হয়। কীভাবে একজন বিদেশি নাগরিক প্রায় এক বছর ধরে নৌ অ্যাকাডেমির মতো গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও নজরে এলেন না, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ ও গোয়েন্দা আধিকারিকরা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। অভিযোগ, চাকরি পাওয়ার জন্য সোরেন একটি ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হিসেবে দেখানো হয়েছিল। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের নামে জারি করা একটি ভুয়ো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট (পিসিসি)-ও তিনি ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, সোরেন বাংলাদেশের নাগরিক এবং জাল নথি সংগ্রহের পর পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।

এরপর কীভাবে তিনি এঝিমালা নৌ অ্যাকাডেমিতে চাকরি পেলেন, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ যে ঠিকাদার বা সংস্থার মাধ্যমে তাঁকে কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল, তাদের ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করছে। কর্মী নিয়োগের আগে তাঁর পরিচয় ও অতীতের যথাযথ যাচাই করা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, ভুয়ো ভারতীয় নথি ব্যবহার করে কান্নুর জেলায় বাংলাদেশি নাগরিকদের থাকার অভিযোগ সামনে আসার পর পুলিশি অভিযান আরও জোরদার হয়েছে। গত কয়েক দিনে ওড়েনপরম্বুর একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চার বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁরা কান্নুর শহরের একটি স্পা-তে কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ।

ওই মহিলাদের কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্রের পাশাপাশি সন্দেহজনক ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্রও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা অসম থেকে ভুয়ো নথি সংগ্রহ করার পর কাজের সন্ধানে কেরলে এসেছিলেন বলে তদন্তকারীদের জানিয়েছেন বলে দাবি পুলিশের। এঝিমালা নৌ অ্যাকাডেমিতে বাংলাদেশি নাগরিক গ্রেফতারের পর কান্নুরে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিয়ে কোনও সংগঠিত চক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাংলাদেশি নাগরিকদের কেরলে নিয়ে আসা, ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি এবং তাঁদের কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পিছনে কোনও নেটওয়ার্ক রয়েছে কি না, তদন্তে সেই বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। একই সঙ্গে নৌ অ্যাকাডেমির মতো সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠানে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির পরিচয় ও ব্যাকগ্রাউন্ড যাচাই প্রক্রিয়ায় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বাগমা বাজারে ফের দুর্ঘটনা দোকানে ঢুকে পড়ল দামি গাড়ি

উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: উদয়পুরের বাগমা বাজারে ফের দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটল। শনিবার বিকেলে আগরতলাগামী একটি দামি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একটি মিষ্টির দোকান ও একটি কসমেটিকের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় কেউ আহত না হলেও দুটি দোকানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে স্থানীয়দের দাবি।

জানা গেছে, টিআর০৩এস০৫৪৩ নম্বরের গাড়িটি উদয়পুর থেকে আগরতলার দিকে যাচ্ছিল। বাগমা বাজারে পৌঁছানোর পর আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা দোকান দুটির দিকে চলে যায়। গাড়ির ধাক্কায় মিষ্টির দোকান ও কসমেটিকের দোকানের বিভিন্ন সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাগমা ফাঁড়ির পুলিশ। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি গাড়িটির চালকের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ।

এদিকে বাগমা বাজারে পরপর দুর্ঘটনার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, উদয়পুর এলাকায় পথ দুর্ঘটনা রোধে পুলিশের পক্ষ থেকে আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার বাগমা বাজারেই গোমতী জেলার পুলিশ সুপারের গাড়ির ধাক্কায় সুধীর দাশগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি নিহত হন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উদয়পুর শহরে বাইক দুর্ঘটনায় ২০ বছর বয়সি রফিক মিয়ার মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এর পরই শনিবার বাগমা বাজারে ফের দুর্ঘটনার ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, বাগমা বাজারসহ উদয়পুরের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলিতে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ, ট্রাফিক নজরদারি এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হোক।

উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে উদ্ধার ১৫ বছরের কিশোর, পরিবারের সন্ধানে কর্তৃপক্ষ

উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: উদয়পুর রেলস্টেশন চত্বর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫ বছরের এক কিশোরকে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সম্ভবত দু'দিন আগে পরিবারের কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল সে। বৃহস্পতিবার উদয়পুর রেলস্টেশন চত্বরে কিশোরটিকে দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি নজরে আসার পর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে কিশোরটিকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও নিজের পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা কিংবা পরিবারের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাতে সে অনীহা প্রকাশ করে। কিশোরটির কথাবার্তা থেকে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া এলাকায় হতে পারে। তবে এখনও পর্যন্ত তার পরিচয় বা পরিবারের বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি। কিশোরটির কাছ থেকে প্রকৃত পরিচয় ও পরিবারের তথ্য জানার জন্য কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা চালাচ্ছে চাইল্ড লাইন। পাশাপাশি পরিবারের সন্ধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। কিশোরটির পরিবারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন করে তাকে নিরাপদে স্বজনদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই এখন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রধান লক্ষ্য।

ইসকন মন্দিরে ভক্তিভরে পালিত রাধাষ্টমী বিশেষ পূজার্চনায় সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে পালিত হয় রাধাষ্টমী। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পর রাধাষ্টমীও দেশজুড়ে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়। ত্রিপুরাতেও শনিবার বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনার মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হচ্ছে। রাধাষ্টমী উপলক্ষে আগরতলার ইসকন মন্দিরে বিশেষ পূজার্চনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভক্তরা ভক্তিভরে শ্রী রাধার পূজার্চনা করেন এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এদিন ইসকন মন্দিরে রাধাষ্টমীর বিশেষ পূজায় অংশ নেন রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, পশ্চিম ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীলসহ অন্যান্যরা। তাঁদের পাশাপাশি বহু ভক্ত পূজায় অংশ নিয়ে রাধার আরাধনা করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, শ্রী রাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। বৈষ্ণব ধর্মীয় পরম্পরায় রাধা ও কৃষ্ণের সম্পর্ককে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের যুগল আরাধনাকে কেন্দ্র করেই রাধাষ্টমীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। রাধাষ্টমী উপলক্ষে বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ পূজা, কীর্তন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনটিকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

গ্রামাঞ্চলেও ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য, মহিলার সোনার চেইন ছিনতাই

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর: রাজধানী আগরতলা শহরের পাশাপাশি এবার শহর সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলেও ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সকালে শ্রীনগর থানার অন্তর্গত যুগল কিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় এক মহিলার গলা থেকে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের সোনার চেইন ছিনতাইয়ের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকেই ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তার এবং ছিনতাই হয়ে যাওয়া সোনার চেন উদ্ধারে তদন্ত শুরু করেছে শ্রীনগর থানার পুলিশ।

জানা গেছে, যুগল কিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুব্রত দেববর্মার স্ত্রী সুভদ্রা দেববর্মা বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির সংলগ্ন পাকা রাস্তা দিয়ে রেগার কাজে যাচ্ছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা পেরিয়ে কিছুটা সামনে যেতেই পেছন দিক থেকে একটি বাইকে করে দুই ব্যক্তি এসে তাঁর গলা থেকে সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়। বাইকে থাকা দুই ছিনতাইকারীর মধ্যে একজনের মাথায় হেলমেট ছিল বলে জানা গেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুভদ্রা দেববর্মা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাইক নিয়ে ছিনতাইকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরে তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের বাড়িঘর থেকে স্থানীয়রা বেরিয়ে এসে ছিনতাইকারীদের গতিরোধের চেষ্টা করলেও তাদের আটকানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শ্রীনগর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পাশাপাশি যুগল কিশোর নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে। ফুটেজ খতিয়ে দেখে ছিনতাইকারীদের গতিবিধি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। বৃহস্পতিবার থেকেই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে জোর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে শুক্রবার দুপুরে সুভদ্রা দেববর্মা ও তাঁর স্বামী সুব্রত দেববর্মা শ্রীনগর থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করেন। দ্রুত ছিনতাইকারীদের গ্রেপ্তার এবং ছিনতাই হয়ে যাওয়া সোনার চেন উদ্ধারের জন্য তাঁরা পুলিশের কাছে আবেদন জানান।

সংবাদমাধ্যমের সামনে সুভদ্রা দেববর্মা জানান, তাঁর স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করে উপার্জন করা অর্থ দিয়ে তিনি সোনার চেইন তৈরি করেছিলেন। তাঁদের এলাকায় এর আগে এমন ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেনি বলেও জানান তিনি।

ঘটনায় উদ্বিগ্ন সুভদ্রা দেববর্মার দাবি, পুলিশ দ্রুত তদন্ত শেষ করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করুক এবং তাঁর সোনার চেইন উদ্ধার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক।

ভট্টপুকুর শান্তি সংঘের খুঁটি পূজার সঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে কালীটিলা, ভট্টপুকুরের শান্তি সংঘের উদ্যোগে খুঁটি পূজা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গাপূজাকে ঘিরে ক্লাব প্রাঙ্গণে বিশেষ আয়োজন করা হয়।

শনিবার আয়োজিত খুঁটি পূজার মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে ক্লাবের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ক্লাবের সদস্যরা এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছের চারা রোপণ করেন।

ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, এবছর প্রায় চার থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হবে। খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা বার্তা দেওয়াকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দুর্গোৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়েও সমাজের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কারসাজি করা ভিডিও ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির অভিযোগ, এসইসি-র দ্বারস্থ তিপরা মথা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে দলের নামে একটি কারসাজি করা ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলল তিপরা মথা। ভিডিওটি ব্যবহার করে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে দলটি।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগপত্রে মথার সাধারণ সম্পাদক বৃষকেতু দেববর্মা দাবি করেছেন, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনার ভিডিও ও অডিও একত্রিত করে ওই ভুয়ো বা বিকৃত ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, ভিডিওতে টিপ্রা মথার কর্মীদের একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রচার মিছিলের দৃশ্য ব্যবহার করা হলেও এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অন্য একটি প্রতিবাদ কর্মসূচির অডিও। ওই অডিওতে থাকা উসকানিমূলক স্লোগান পরবর্তীতে প্রচার মিছিলের দৃশ্যের ওপর বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এমডিসি তথা ওয়াইএফটি-র সভাপতি সূরজ দেববর্মা বলেন, এভাবে ভিডিওটি প্রচার করায় এমন একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি হচ্ছে যে তিপরা মথার নির্বাচনী প্রচারে নির্দিষ্ট কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে আপত্তিকর স্লোগান দেওয়া হয়েছিল।

তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেন, টিপ্রা মথার কোনও কর্মসূচি, মিছিল, সভা বা সমাবেশে কোনও সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে এমন কোনও স্লোগান দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, সম্পাদিত ভিডিওটি ছড়িয়ে দিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করা, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা এবং নির্বাচনের সময়ে সামাজিক সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

অভিযোগপত্রে তিপরা মথা ত্রিপুরায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 'থানসা' বা ঐক্যের প্রতি দলের অঙ্গীকারের কথাও উল্লেখ করেছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোত বিক্রম কিশোর মাণিক্য দেববর্মার নেতৃত্বে এই ঐক্যের বার্তা তুলে ধরা হয় বলেও অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে।

ঘটনার দ্রুত তদন্তের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছে তিপরা মথা। দলের অভিযোগ, কারা ওই বিকৃত ভিডিও তৈরি করেছে এবং কোন ব্যক্তি, রাজনৈতিক সংগঠন বা সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে সেটি ছড়ানো হয়েছে, তা চিহ্নিত করে তদন্ত করা প্রয়োজন।

পাশাপাশি পুলিশ, সাইবার অপরাধ দমনকারী সংস্থা ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট কনটেন্ট সরিয়ে দেওয়া বা ব্লক করার ব্যবস্থা এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ারও দাবি জানিয়েছে দলটি।

নির্বাচনী সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে এমন ভুয়ো বা বিকৃত সংবাদমাধ্যমের কনটেন্ট ছড়ানো বন্ধ করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সতর্কবার্তা বা স্পষ্টীকরণ জারিরও আবেদন জানানো হয়েছে।

তিপরা মথার দাবি, অভিযোগের সমর্থনে কমিশনের কাছে ডিজিটাল প্রমাণও জমা দেওয়া হয়েছে।

শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার

● **আটের পাতার পর** মোট ৬৭ কেজি ১১০ গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় গাড়িচালক তথা কথিত মাদক পাচারকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধনপুর থেকে ইন্দুরিয়া যাওয়ার মূল সড়কের উপর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। সেই সময় একটি সাদা রঙের বলেরিনো গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে মোট ১৬টি প্যাকেটে রাখা শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। প্যাকেটগুলি কালো রঙের টিউব দিয়ে পেঁচানো অবস্থায় ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উদ্ধার হওয়া গাঁজা ও গাড়িটি সমস্ত আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে ঘটনাস্থলেই জব্দ করা হয়। পাশাপাশি আটক গাড়িচালক এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে।

পরে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শনিবার অভিযুক্ত গাড়িচালককে সোনামুড়া মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হলে আদালত কেস ডায়েরি পর্যালোচনা করে চার দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বর্তমানে অভিযুক্তকে সোনামুড়া থানায় বিশেষ পুলিশ দলের সদস্যরা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। জিজ্ঞাসাবাদে মাদক পাচার সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ওই তথ্যগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

পুলিশের বক্তব্য, তদন্তে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, এই বিশেষ অভিযানটি সোনামুড়া থানার পুলিশ, ৮১ ব্যাটালিয়নের বিএসএফ এবং ১১ ব্যাটালিয়নের টিএসআর বাহিনী-র যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়।

৬০ উর্ধ নাগরিকদের

● **প্রথম পাতার পর** থাকার সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। আশিস কুমার সাহা জানান, প্রবীণ নাগরিকদের পরিচয়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বয়সের প্রমাণপত্র, দেশের বৈধ নাগরিকত্বের স্বীকৃত প্রমাণপত্র এবং ত্রিপুরায় বসবাসের স্বীকৃত প্রমাণপত্র বিবেচনা করা যেতে পারে।

চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

জোটের সমীকরণ ও

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একই সঙ্গে আগামী দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিভিন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের সাংগঠনিক রণনীতি ও রণকৌশল নিয়েও আলোচনা করা হয়।

তিনি আরও জানান, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় জোটের লড়াই চলছে। আবার কিছু কিছু জায়গায় মিত্র দলগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় বৈঠকে পর্যালোচনা করা হবে।

বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডল সভাপতি, জেলা সভাপতি, এমডিসি, বিধায়ক ও মন্ত্রীরা অংশ নেন। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার উপস্থিতিতে দলের আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং নির্বাচনী রণকৌশল নিয়ে মতবিনিময় হয়।

মাদক মামলায় বাংলাদেশীর

● **প্রথম পাতার পর** দিয়েছে আদালত।

মামলার বিবরণ অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৪ মার্চ বিকেল প্রায় ৪টা ১০ মিনিট নাগাদ এনসি নগর বিওপির বিএসএফ জওয়ানরা আন্তর্জাতিক সীমান্তের বিপি নম্বর ২০৮১/২-এস সংলগ্ন এলাকা থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের সময় মুজাহিদ মিয়াকে আটক করেন। পরে সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে তার দেহ তল্লাশি করে।

তল্লাশির সময় তার কাছ থেকে বাংলাদেশি মুদ্রা ২৮,৫০০ টাকা, ২৫টি ফেনসিডিলের বোতল এবং ১২ কেজি সন্দেহভাজন গাঁজা উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ঘটনার পর সোনামুড়া থানায় মামলা নথিভুক্ত হয়। তদন্ত শেষে তৎকালীন সোনামুড়া থানার সাব-ইন্সপেক্টর জগবন্ধু দেবনাথ, বর্তমানে সিপাহিজলা জেলার কালামচৌড়া থানায় কর্মরত, ২০২৫ সালের ২৯ আগস্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেন। শুনানি শেষে আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে উপরোক্ত সাজা ঘোষণা করে।

বালি উত্তোলন ব্যবস্থাপনায় নতুন প্রশাসনিক কাঠামো, দায়িত্বে শিল্প ও বাণিজ্য দফতর

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বালি উত্তোলন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো চালু করল ত্রিপুরা সরকার। ১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে বালি উত্তোলন সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব বন দফতরের পরিবর্তে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের হাতে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের পর আগরতলার খেজুরবাগানস্থিত শিল্প ও বাণিজ্য অধিকর্তার দফতর থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় বালি উত্তোলনের জন্য আবেদন গ্রহণ, অনুমতির নবীকরণ বা মেয়াদ বৃদ্ধি, মাইনিং প্ল্যান অনুমোদন, মাইনিং লিজ এবং সংশ্লিষ্ট দলিল সম্পাদনসহ বিভিন্ন বিষয় শিল্প ও বাণিজ্য দফতর এবং তার অধিকর্তার দফতর দেখভাল করবে। বালি উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিষয়ও এই নতুন ব্যবস্থার আওতায় আসবে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে বালি উত্তোলনের সঙ্গে যুক্ত লিজধারী, আবেদনকারী, সম্ভাব্য অপারেটর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিজেদের কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে এখন থেকে শিল্প ও বাণিজ্য দফতর অথবা শিল্প ও বাণিজ্য অধিকর্তার দফতরে যোগাযোগ করতে হবে। নির্ধারিত নিয়ম, নির্দেশিকা ও সরকারি আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আবেদন ও নথিপত্র জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, নতুন ব্যবস্থার অধীনে বালি উত্তোলন সংক্রান্ত নিয়মিত অনুমতি ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে বন দফতর আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে না। তবে বন দফতরের আইনগত এখতিয়ারের মধ্যে থাকা বিষয় অথবা রাজ্য সরকার পৃথকভাবে যে দায়িত্ব বন দফতরকে অর্পণ করবে, সেগুলি আগের মতোই ওই দফতরের আওতায় থাকবে।

নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত হওয়ার পাশাপাশি পরিবর্তিত ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

ত্রিপুরায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-২ নিয়ে কনসেনসাস ওয়ার্কশপ

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরায় মানসিক স্বাস্থ্যের বর্তমান পরিস্থিতি, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিধি এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবি পন্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-২-এর কনসেনসাস ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের এলএইচ-২-এ আয়োজিত এই কর্মশালায় মানসিক স্বাস্থ্য সমীক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়। কর্মশালার সঙ্গে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের ডঃ সুব্রত বৈদ্য যুক্ত রয়েছেন।

সমীক্ষার মাধ্যমে ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের প্রবণতা এবং ভবিষ্যতে কী ধরনের পরিষেবার প্রয়োজন রয়েছে, সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে জনস্বাস্থ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্যকে আরও কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করার বিষয়েও আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবি পন্ত হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের কর্মশালা চিকিৎসক, গবেষক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে রাজ্যের মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সমীক্ষার তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

নিরঞ্জনকে কেন্দ্র করে

● **প্রথম পাতার পর** পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

পরিবারের আরও অভিযোগ, মোবাইল ফোনের লক খুলে দেওয়ার জন্য জলফুমিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। তিনি প্রথমে ফোনের লক খুলতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে ফের মারধর করা হয়। এতে তাঁর একটি হাত ভেঙে যায় বলে পরিবারের দাবি। পরে ফোনের লক খুলে দেওয়ার পর সেটি নিয়ে যাওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, রাত প্রায় ২টা নাগাদ নদীর পাড় থেকে ওই গাড়িচালককে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। এরপর তাঁকে প্রথমে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে টিএমসি হাসপাতালে এবং সেখান থেকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার পর শনিবার পশ্চিম আগরতলা থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়েরের উদ্যোগ নেয় আহত গাড়িচালকের পরিবার। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও ন্যায়বিচারের আবেদন জানিয়েছে পরিবার।

তবে গাড়িচালককে মারধরের অভিযোগের সত্যতা, ঘটনায় কারা জড়িত এবং ঠিক কী কারণে তাঁর ওপর হামলা হয়েছে, তা পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এখনও জানা যায়নি

বিজেপি-মথার আপসের রাজনীতি

● **প্রথম পাতার পর** সেই কারণেই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকে সামনে রেখে তিপ্রা মথার সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে লড়াইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এই জোটকে 'রাজনৈতিক ভাওতা' বলে উল্লেখ করে বিজেপি ও তিপ্রা মথার 'আপসের রাজনীতি' প্রত্যাখ্যান করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান পার্থ কর্মকার।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনে তিপ্রাসাদের জমি, জীবিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, স্বশাসন, ভাষা, সংস্কৃতি এবং সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে সামনে রেখে লড়াই করবে তাঁদের দল। একইসঙ্গে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের 'সুবিধাবাদী রাজনীতি' প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান তিনি।

পার্থ কর্মকার জানান, বামফ্রন্টের পাঁচটি আসনে সিপিআইএমএল প্রার্থী দিয়েছে। ওই আসনগুলিতে এনডিএ জোটকে পরাজিত করার জন্যও তিনি ভোটারদের কাছে আবেদন জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের রাজনৈতিক অবস্থান ও নির্বাচনী কৌশল তুলে ধরেন সিপিআইএমএলের রাজ্য সম্পাদক।

দেশের যুবসমাজের

● **প্রথম পাতার পর** সরকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। উদ্যোক্তা, কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ-সহ সমাজের সব অংশের মানুষকে এই অংশীদারিত্বের সক্রিয় অংশীদার হতে হবে। এই লক্ষ্যেই 'ব্রিকস কানেক্ট' এবং 'ব্রিকস এমএসএমই কো-অপারেশন' পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, গত কয়েক বছরে ভারত প্রায় ৪০টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ সম্পন্ন করেছে। এর ফলে যুবসমাজের সামনে নতুন সুযোগ, নতুন বাজার এবং নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে। যুবসমাজকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন মোদি। তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মতো উদ্যোগের উল্লেখ করে বলেন, পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের যুবকদের শিক্ষা ও দক্ষতাও উন্নত হচ্ছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০তম রোজগার মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগপত্র পাওয়া যুবকের সংখ্যা প্রায় ১২.৭৫ লক্ষে পৌঁছেছে। রোজগার মেলা সরকারের তরফে যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দেশের উন্নয়নযাত্রায় তাঁদের আরও বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ধারাবাহিক উদ্যোগের প্রতিফলন।

বিশ্বকর্মা পুজোতে

● **আটের পাতার পর** চিকিৎসকরা রফিক মিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত রোহন দেবনাথ ও বিশাল পাল চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ভীমরুলের আক্রমণে

● **আটের পাতার পর** অ্যাম্বুলেন্সে করে প্রণতি দেবনাথকে চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

দ্রুততার সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে আহত বৃদ্ধাকে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় উত্তম অধিকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

১১ দফা দাবিতে আগরতলায় সিভিল

● **আটের পাতার পর** দাবিগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তিনি। ধর্না কর্মসূচিতে সংগঠনের সদস্য ও পেনশনভোগীরা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দাবির সমর্থনে স্লোগান দেন। আগামী দিনে দাবিগুলো পূরণ না হলে আরও বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পেঁচারথলে রাজনৈতিক সন্ত্রাসে

● **প্রথম পাতার পর** আসছিলেন। ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর তৎকালীন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী ভগবান দাস, পেঁচারথল কেন্দ্রের তৎকালীন বিধায়িকা সান্ত্বনা চাকমা, তৎকালীন বিজেপি ঊনকোটি জেলা সভাপতি রঞ্জন সিনহা, ৫৯ নম্বর পেঁচারতল মণ্ডল সভাপতি দেবাশিস দাস, পরবর্তী মণ্ডল সভাপতি আশুতোষ ধর এবং বর্তমান বিজেপি মণ্ডল সভাপতি রাজীব চাকমাসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব তাঁর পরিবারকে সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে দাবি রঞ্জন চাকমার। তবে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপ পায়নি বলে অভিযোগ তাঁর।

পরবর্তীতে কোনো সুরাহা না হওয়ায় রঞ্জন চাকমা তাঁর পরিবারসহ প্রায় ৪০টি পরিবারকে নিয়ে গত বছর নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে বিজেপি ছেড়ে ত্রিপুরা মথা দলে যোগ দেন বলে জানা গেছে।

অভিযোগ, এই দলবদলের জেরেই বুধবার রাতে পেঁচারতল থেকে কাঞ্চনপুর যাওয়ার পথে শান্তিপুর এলাকায় বাইকে তেল নেওয়ার সময় রঞ্জন চাকমার ছেলে রতিমোহন চাকমা (২৭), উজ্জ্বল চাকমা (২২) এবং গুলশুক্কা চাকমা (২৯)-এর ওপর হামলা চালানো হয়। হামলায় তাঁরা আক্রান্ত হন বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর পেঁচারথল থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ভোর প্রায় চারটা নাগাদ তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আক্রান্ত তিন যুবক ঘটনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে নাম উল্লেখ করে পেঁচারতল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা।

অন্যদিকে, ঘটনার পর স্থানীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পাওয়ায় রঞ্জন চাকমাও চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

শৃঙ্খলা শুধুই

● **প্রথম পাতার পর** শুভেচ্ছা জানানো একটি সাধারণ সৌজন্য। কিন্তু তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য বিরোধী দলের কিছু মানুষ সমালোচনা করেছিলেন। পরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালে সেই সমালোচনা থেমে যায় বলে দাবি করেন তিনি। একইভাবে রাহুল গান্ধীর জন্মদিনে তিনি শুভেচ্ছা জানালে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়েছিল বলেও জানান প্রদ্যোত।

তিনি বলেন, রাজনীতিবিদরা দুই দিক থেকেই জনগণকে ব্যবহার করছেন, কারণ আপনাদের কাছে ভোট আছে। তাঁর বক্তব্য, শিক্ষা, জনজাতির অধিকার, স্বাস্থ্য, রাস্তা ও বিদ্যুতের মতো মৌলিক বিষয় নিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষকে একসঙ্গে বসে ত্রিপুরার স্বার্থে কাজ করা উচিত।

নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রদ্যোত জানান, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আগামী মাসে তিপরা মথার প্লেনারি অধিবেশন ডাকবেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীও যে আগামী মাস থেকে ত্রিপুরা অ্যাকর্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনে করছেন সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর আর থাকা উচিত নয়।

তিনি বলেন, আমি ত্রিপুরায় থাকব, মানুষের পিছনে থাকব। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যখন পার্টিতে থাকি, তখন পার্টি এবং মানুষের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে কখনও কখনও আমার কষ্ট হয়।

তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক পদে থাকলে কোনও নেতা ভুল করলে অনেক সময় প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা করতে অসুবিধা হয়। কিন্তু দলীয় পদ ছেড়ে দিলে তিনি মানুষের পাশে থেকে কোনও ভুল কাজের বিরুদ্ধে আরও স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারবেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, তিপরা মথা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অর্থ উপার্জনের জন্য নয়। জনজাতি মানুষের দুরবস্থা দেখে রাজনীতিতে এসেছিলেন। কংগ্রেসে থাকার সময় ব্রু এলাকা, ডম্বুর, মাধববাড়ি এবং আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় মানুষের পরিস্থিতি দেখে তিনি রাজনীতিতে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানান।

তাঁর কথায়, আমার ক্ষমতা তিপরা মথা নয়। আমার ক্ষমতা হচ্ছে তোমাদের বুবাগ্রা হওয়া, এমন একজন, যাকে তোমরা বিশ্বাস কর এবং ভালোবাসো।তিনি আরও বলেন, তাঁর রাজনৈতিক পদ ছেড়ে দেওয়ার অর্থ মানুষের কাছ থেকে সরে যাওয়া নয়। বরং তাঁর কাজের পদ্ধতি বদলাবে, কিন্তু ত্রিপুরাসাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য একই থাকবে।

সাপের কামড়ে

● **প্রথম পাতার পর** ব্যথা অনুভব হওয়ায় বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে মাকে জানায় সে।

এরপর পরিবারের সদস্যরা দ্রুত গবাদি পশুর ঘরে ছুটে গেলে সেখানে একটি বিষধর সাপ দেখতে পান। দেরি না করে আমেনাকে কাঠালিয়া সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে মেলাঘরস্থিত সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক আমেনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

শিশুকন্যার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তার মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনরা। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া আমেনার আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে

● **প্রথম পাতার পর** কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধীকে নিশানা করেন। তাঁর বক্তব্যে 'দেশপ্রেম', 'উন্নয়ন' এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর প্রসঙ্গ উঠে আসে।

ডুসু নির্বাচনের ফলাফলে এবিভিপির যশ দাবাস সভাপতি পদে কংগ্রেস-সমর্থিত এনএসইউআই প্রার্থী বিজয় শঙ্কর মিনাকে ২,০৫৩ ভোটে পরাজিত করেন। যশ দাবাস পান ২৪,৫৭৬ ভোট, আর বিজয় শঙ্কর মীনা পান ২২,৫২৩ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শোকিন জয়ী হন। এবিভিপির রিয়া ছাওয়াড়ি সম্পাদক এবং লক্ষরাজ সিং যুগ্ম সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন।

ডুসু নির্বাচনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২টি ভোটকেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী মোট ভোটদানের হার ছিল ৪০.৪৬ শতাংশ। গত তিন বছরের মধ্যে এটিই সর্বোচ্চ ভোটদানের হার বলে জানা গিয়েছে। গত বছর ভোটদানের হার ছিল ৩৯.৫ শতাংশ।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে ইনডোর গেমস ফের শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে এবং স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ইনডোর গেমস টুর্নামেন্ট ফের শুরু হচ্ছে আগামীকাল রবিবার থেকে। ক্লাবের ক্রীড়া সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে প্রেস বিবৃতিতে জানান, সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আগামীকাল, রবিবার থেকে প্রেস ক্লাবের ইনডোর হল ঘরে শুরু হতে যাচ্ছে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আগামীকাল (রবিবার) দুপুর ২:০০ টায় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এরপর ওই দিনই দুপুর ৩:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে চাইনিজ চেকার প্রতিযোগিতা। এছাড়া ২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) সকাল ১১:০০ টায় ক্যারম একক এবং ২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) দুপুর ২:০০ টা থেকে এন এস আর সি সি-র ব্যাডমিন্টন হল ঘরে ব্যাডমিন্টন একক (পুরুষ ও মহিলা বিভাগ) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। নাম নথিভুক্তকরণের নির্ধারিত সময়ে ইতোমধ্যে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক খেলোয়াড় অংশ নিতে নাম জমা দিয়েছেন এবং টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে তাঁরা জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ সকল সদস্যদের উপস্থিত থাকার বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।পূর্বে স্পোর্টস সাব-কমিটির উদ্যোগে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া লুডো, দাবা এবং ফুটবল টুর্নামেন্টের ধারাবাহিক সাফল্য ও সদস্যদের উপচে পড়া উৎসাহের মধ্য দিয়ে এই ক্রীড়া উৎসবকে ঘিরে এখন প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই ইনডোর গেমসের আসরের পাশাপাশি সম্প্রতি ক্রীড়া সাব-কমিটির বৈঠকে আগামী দিনের একাধিক সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী জানুয়ারি মাসে ক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সাংবাদিকদের বহুল প্রতীক্ষিত 'আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

কল্যাণ সমিতিকে হারালো ব্লাডমাউথ এগিয়ে চল, বুলেটস-এর ম্যাচ ভেস্তে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে চলছে শ্যামসুন্দর জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শনিবার নৈশকালীন দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় ব্লাড মাউথ ক্লাব ও কল্যাণ সমিতি। সুপার ফোরের দৌড়ে এগিয়ে থাকার লক্ষ্যে দুই দলের ম্যাচটি ছিল অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে শেষ পর্যন্ত বাজিমাত দেখালো ব্লাড মাউথ ক্লাবের ফুটবলাররা। যদিও কল্যাণ সমিতি ম্যাচের প্রথম গোল করে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, নিজেদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি। জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হওয়া উভয় দলের ম্যাচে কল্যাণ সমিতিকে ২-১ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে জয়ের তকমা নিয়ে মাঠ ছাড়ে ব্লাড মাউথ ক্লাব। লড়াই শুরু হওয়ার ১৫ মিনিটের মাথায় রাজীব সাধন জমাতিয়া প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় কল্যাণ সমিতিকে। রাজিবের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করতে প্রায় ৩০ মিনিট সময় লড়াই করতে হয় ব্লাড মাউথকে। অবশেষে ম্যাচের প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে ব্লাড মাউথের পারভেজ ভূইয়া একটি গোল করে ক্ষমতায়ানে ম্যাচ।ফলে প্রথমার্ধের খেলা শেষ হয় অমীমাংসিতভাবেই। বিরতির পর দ্বিতীয়ারদের খেলা শুরু হলে উভয় দলই প্রথম থেকে গোলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে। প্রতি আক্রমণের লড়াইয়ে দারুণভাবেই জমে উঠে ম্যাচ। এর মধ্যেই ম্যাচের ৬৩ মিনিটের মাথায় শীতল সিং ব্লাড মাউথ এর পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে এগিয়ে দেয়। যা অবশিষ্ট সময়ে লড়াই করেও পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় কল্যাণ সমিতির ফুটবলাররা। ফলে শীতলের দেওয়া গোলেই কল্যাণ সমিতিকে হারিয়ে মাঠ ছাড়তে সক্ষম হয় ব্লাড মাউতের ফুটবলাররা। উভয় দলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা। এদিকে, বিকেল সাড়ে তিনটায় লাইন বুলেটস ক্লাবের খেলোয়াড়রা যথা সময় মাঠে উপস্থিত হয়নি বলে ম্যাচটি ভেস্তে গেছে। এগিয়ে চল সংঘের খেলোয়াড়রা কিন্তু যথাসময়ে মাঠে উপস্থিত হয়ে খেলোয়াড়দের তালিকা সাবমিট করেছিল।

আপাতত বৈভবের দরজা বন্ধ ! রাখঢাক না করেই বলে দিলেন কোচ গম্ভীর

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের একটিতেও বৈভব সূর্যবংশীকে খেলায়নি ভারত। আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে চোখ ধাঁধানো সাফল্যের পরও কেন বৈভবকে খেলানো হচ্ছে না? প্রশ্ন তুলছেন প্রাক্তন ক্রিকেটারদের একাংশ। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। তাঁর সোজাসাপ্টা বক্তব্য, বৈভবকে অপেক্ষা করতে হবে।১৫ বছরের ব্যাটারকে নিয়ে যতই আগ্রহ তৈরি হোক, তা নিয়ে ভাবতে নারাজ গম্ভীর। কিশোর ক্রিকেটারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় দলে থাকলেই খেলার সুযোগ পাওয়া যায় না। প্রথম একাদশে কোনও সংরক্ষিত জায়গা নেই। বৈভবকে না খেলানো নিয়ে ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, "আমার মনে হয়, সঞ্জু স্যামসন দেখিয়ে দিয়েছে ও কী করতে পারে। প্রতিভা ছাড়া কেউ কি বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটার হতে পারে? দলের জন্য অনেক করেছে সঞ্জু। তবে এটুকু বলতে পারি, সিদ্ধান্ত নেওয়া ভীষণ কঠিন। অন্তত আমার কোচিংজীবনে এত কঠিন সিদ্ধান্ত কখনও নিতে হয়নি। ইংল্যান্ডে ওকে সব ম্যাচে খেলাইনি। ওর ফর্ম বিচার করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

বৈভবও তো শেষ ম্যাচে সেরা ক্রিকেটার হয়েছিল। গম্ভীর বলেছেন, "আবারও বলছি কখনও কখনও ক্রিকেটারদের ফর্মের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি এই সিরিজে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলটাকে খেলাতে চেয়েছিলাম। বিশ্বাস করি, বিশ্বকাপ জেতানো ক্রিকেটারেরা তিন-চারটে ম্যাচ খেলতে না পারলে খারাপ খেলোয়াড় হয়ে যায় না। কোনও দল যদি পর পর দুটো বিশ্বকাপ অপরাজিত থেকে জেতে, তা হলে দু'একটা সিরিজে খারাপ হলে সেই দলটা খারাপ হয়ে যায় না।" তবে কি বৈভবের খেলার সুযোগ নেই? ভারতীয় দলের কোচ বলেছেন, 'বৈভবের ক্ষেত্রে বলতে পারি, ওকে এখন অপেক্ষা করতে হবে। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। বৈভব কী ধরনের প্রতিভা, সেটা আমরা জানি। ও কী করতে পারে, তা-ও সকলে জানে। কিন্তু যে বছরের পর বছর ভাল পারফর্ম করছে, প্রথম একাদশে সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সে একটু অগ্রাধিকার পাবেই। সে কিছুটা এগিয়ে থাকবেই। বৈভবও যখন সুযোগ পাবে, তখন ধারাবাহিক ভাবেই সুযোগ পাবে।"

এই ধরনের প্রতিযোগিতায় খুশি গম্ভীর। তিনি বলেছেন, "এটাই এখন ভারতীয় ক্রিকেট। আমরা এ রকমই প্রতিযোগিতা চাই। সাজঘরে আমরা এ রকম প্রতিভাদেরই চাই। কিন্তু ক্রিকেট এখন এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছে, অপেক্ষা করতেই হবে। বয়স ১৫ হোক বা ৩০। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে।"

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা দলই এশিয়ান গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। তার আগে টি-টোয়েন্টি দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাননি গম্ভীর। বড় প্রতিযোগিতা জেতার অভিজ্ঞতা থাকা ক্রিকেটারদের খেলাতে চেয়েছেন। যদিও শ্রেয়স আয়ারের দলের সঙ্গে জাপানে যাবেন না গম্ভীর। এশিয়ান গেমসে দল নিয়ে যাবেন ভিভিএস লক্ষ্মণ।

ভুল জাতীয় সঙ্গীত দক্ষিণ কোরিয়ার

এশিয়াড খেলতে আয়োজক শহরে পৌঁছে যাওয়ার পর প্রতিটি দেশই পতাকা উত্তোলন করে। সেটিই নিয়ম বহুপাক্ষিক প্রতিযোগিতায়। তবে এশিয়ান গেমস খেলতে গিয়ে জাপানে সেই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের জন্য পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল ভারতী শিবিরকে। আয়োজকদের তরফে দায়ী করা হয়েছে ভুল বোঝাবুঝিকে। এ দিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার হকি ম্যাচে চালানো হয়েছে উত্তর কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত। তা থেকে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।সাধারণত প্রতিযোগিতা শুরুর এক দিন আগে দেশগুলির পতাকা উত্তোলন করা হয়। শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর ১.৩০টায় গার্ডেন পায়ারে ভারতের পতাকা উত্তোলন হওয়ার কথা ছিল। ভারতের সঙ্গে হাজির ছিলেন ইয়েমেন, উত্তর কোরিয়া, প্যালেস্তাইন, চিনা তাইপেই এবং টিমর লেস্টের প্রতিনিধিরাও। ভারতের শেফ দ্য মিশন সহদেব যাদব এবং চার জন ডেপুটি শেফ দ্য মিশনও হাজির ছিলেন।আয়োজক কমিটির তরফে প্রথমে জানানো হয় কিছুটা দেরি হচ্ছে। কারণ, দলের মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। ১৫ মিনিটের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে। কিন্তু সময় পেরোতেই থাকে। পরে জানানো হয়, অলিম্পিক্স কাউন্সিল অফ এশিয়া (ওসিএ) এবং আয়োজক কমিটির ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমস্যা হয়েছে। কেউ ইচ্ছা করে অনুষ্ঠান দেরি করার চেষ্টা করেননি। প্রধান অতিথি দেরি করে আসায় সমস্যা হয়েছে।ছয় দেশের অতিথিদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ ক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও কিছু না হওয়ায় অনেকেই অনুষ্ঠান ছেড়ে বেরিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত ভারতের তরফে ডেপুটি শেফ দ্য মিশন অঞ্জলি ভগবত এবং প্রাক্তন রিলে দৌড়বিদ লিজো ডেভিড থোট্টান উপস্থিত ছিলেন। সহদেব বলেছেন, "জীবনে কোনও দিন এই জিনিস দেখিনি।"এ দিকে, এ দিনই হকিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচের আগে জাতীয় সঙ্গীতের সময় উত্তর কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। গান শেষের পর আয়োজকেরা দুঃখপ্রকাশ করেন। তার পর দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়। সময়ের অভাবের কারণে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীত চলার সময়েই দু'দেশের খেলোয়াড়দের একে অপরের সঙ্গে হাত মেলানোর অনুরোধ করা হয়। প্রতিবেশী দেশ হলেও দুই কোরিয়ার সম্পর্ক মোটেও ভাল নয়। শোনা গিয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার তরফে প্রতিবাদ জানানো হবে।

সাইকেল র‍্যালি আজ : সাইক্লোহলিক্সের দুই দিনব্যাপী জমজমাট অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয় সংহতির প্রতীক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগরতলার উইমেন্স কলেজে দুই দিনব্যাপী বিশেষ শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হলো আজ। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের আর্থিক সহযোগিতায় আগরতলা সাইক্লোহলিক্স ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির প্রথম দিনেই ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ড় বিশাল কুমার (আইএএস, জেলা শাসক, পশ্চিম ত্রিপুরা), টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর (ড়) রতন কুমার সাহা এবং উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী সঞ্চিতা রিয়াংয়ের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও প্যাটেলজির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘটে। প্রথম দিনের মূল আকর্ষণ ছিল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ড় মণিশঙ্কর মিশ্রসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অধ্যাপকদের শিক্ষামূলক সেমিনার ও প্রাণবন্ত আলোচনা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আজকের দিনে বিশিষ্ট সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানো হয়। উদ্বোধনী দিনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগিতা পুরো প্রাঙ্গণে এক বর্ণিল আবহের সৃষ্টি করে।আগামীকাল, অর্থাৎ ২০ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচিতে জাতীয় ঐক্যের বার্তা নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহু প্রতীক্ষিত "ঐক্য সাইকেল র‍্যালি"। সকাল হতেই এই বর্ণাঢ্য সাইকেল র‍্যালির মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানমালার সূচনা করা হবে, যা কর্মসূচির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে। এছাড়া পরিবেশ সচেতনতায় বৃক্ষরোপণ, ঐতিহ্য ও জাতীয় ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ কুইজ ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে চার ভাগে বিভক্ত এক বৃহৎ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (প্রথম শ্রেণি থেকে কলেজ ও উন্মুক্ত বিভাগ পর্যন্ত), যেখানে প্রতি বিভাগে সেরা ৫ জন বিজয়ীকে ৫০০ টাকা নগদ পুরস্কারসহ স্মারক উপহার দেওয়া হবে। উপস্থিত প্রত্যেকের জন্য থাকবে অংশগ্রহণের শংসাপত্র ও জলখাবারের ব্যবস্থা।অনুষ্ঠানের সমাপনী দিনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন তাপসী দাস, সিদ্ধার্থ দাস, অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং তীর্থরাম রিয়াংয়ের মতো বিশিষ্ট শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিত্বরা। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয় ঐক্য, দেশাত্মবোধ, সামাজিক দায়িত্ব এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোই এই বিশাল আয়োজনের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন সাইক্লোহলিক্স-এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রীমতী সঞ্চিতা দাস। দ্বিতীয় দিনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পর সমাপনী পর্বে দেশাত্মবোধক গান "বন্দে মাতরম পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এই দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটবে।

এশিয়ান গেমসে হরমনপ্রীতদের জন্য সাধারণ হোটেল শ্রেয়সদের জন্য বাড়তি খরচে বিশেষ ব্যবস্থা বোর্ডের !

হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানারা জাপানে গিয়ে রয়েছেন এশিয়ান গেমস কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা হোটেলে। তবে শ্রেয়স আয়ার, জসপ্রীত বুমরাহদের জন্য নিজেদের খরচে আলাদা হোটেলের ব্যবস্থা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। কেন এই বৈষম্য? জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া।খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে প্রতিটি ক্রিকেট দলের জন্য সর্বোচ্চ ২০ জনের থাকার ব্যবস্থা করেছেন আইচি নাগোয়া গেমসের আয়োজকেরা। এর অতিরিক্ত সদস্যদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল জাপান। সে কারণেই শ্রেয়সদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে বিসিসিআইকে। শইকীয়া জানিয়েছেন এর মধ্যে বৈষম্যের কোনও বিষয় নেই। তিনি বলেছেন, "বিসিসিআই ছেলেদের দলের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থা করেছে। কারণ, গেমসের অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে ছেলেদের দলের সদস্য অনেক বেশি। ছেলেদের দলে সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সমস্যা হয়েছে। দলকে ভাগাভাগি করে রাখতি চাইনি আমরা। মেয়েদের দল রয়েছে আয়োজকদের ব্যবস্থা করা জায়গাতেই। কারণ মেয়েদের দলের মোট সদস্য সংখ্যা অনুমোদিত ২০ জনের মধ্যে রয়েছে।"এশিয়ান গেমসের থাকা, অনুশীলন, খেলার মাঠ এবং যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে অসন্তোষ ছিল বিসিসিআইয়ের। সেই অসন্তোষ নিয়েই কি এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করছে ভারত? শইকীয়া বলেছেন, "আয়োজক কমিটির উপর আমরা সম্পূর্ণ ভরসা রাখছি। তাঁরা সেরা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এশিয়ান গেমস খুব বড় বিষয়। আমরা নিশ্চিত, আয়োজকেরা প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবেন। আমি ১ অক্টোবর জাপানে যাচ্ছি। তার পরই ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারব।"শইকীয়া মেনে নিয়েছেন, এশিয়ান গেমসের মতো বড় আসরে ছোটখাট কিছু সমস্যা থাকে। তাঁর আশা, সেগুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে ক্রিকেটারেরা সোনা জেতার চেষ্টা করবেন। বিসিসিআই সচিব বলেছেন, "আমরা সোনার পদক ছাড়া কিছু ভাবছি না। এটাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সকলে জানে ভারত একসঙ্গে তিনটে সমান শক্তিশালী দল মাঠে নামাতে পারে। এশিয়ান গেমসের গুরুত্ব আমরা জানি। তাই আমরা কোনও খামতি রাখতে চাই না। তাই বুমরাহকে দলে রাখা হয়েছে। টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারই নেতৃত্ব দেবে গেমসে। ক্রিকেটের যে কোনও বড় ট্রফির মতোই এশিয়ান গেমসের সোনা গুরুত্বপূর্ণ।"এশিয়ান গেমস শুরু হতে না হতেই নানা অব্যবস্থার অভিযোগ উঠে আসছে। আইচি নাগোয়া গেমসের আয়োজকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়েরা। ভারতীয় খেলোয়াড়েরাও নানা সমস্যায় পড়েছেন জাপানে পৌঁছে। সম্ভবত সে সব মাথায় রেখেই বিসিসিআই কর্তারা বেশি সচেতন।খরচ বাঁচাতে এশিয়ান গেমসে কোনও গেমস ভিলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়নি আয়োজক দেশ জাপান। তার ফল টের পাচ্ছে প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই। প্রচুর ক্রীড়াবিদের ঘর পেতে সমস্যা হচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বাদ নেই ভারতীয়রাও। সমস্যা মেটাতে নাগোয়ায় থাকা হাজার দুয়েক ভারতীয়ের কাছে ঘরের আবেদন করেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। তাদের দাবি, সাড়াও মিলেছে ভালই।এশিয়াডের ক্রীড়াবিদদের থাকার জন্য শিপিং কন্টেনার, জাহাজ এবং কিছু হোটেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। অনেক ক্রীড়াবিদ ঘরই পাননি। বাধ্য হয়ে তাঁদের স্থানীয় হোটেলে রাখা হয়েছে। আগে থেকে বুকিং না থাকায় ঘর পেতেও সমস্যা হয়েছে। ভারতের শেফ দ্য মিশন সহদেব যাদব জানিয়েছেন, ঘর না মেলায় ৩৫ জন ক্রীড়াবিদকে হোটেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আরও অনেক ক্রীড়াবিদের ধীরে ধীরে পৌঁছনোর কথা। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে। শুধু তাই নয়, অনেক ভারতীয়দের নামে বুকিং থাকলেও আয়োজকেরা তাঁদের নাম অজ্ঞাত কারণে কেটে দিয়েছেন। আয়োজকদের দাবি, প্রত্যাশার চেয়ে বেশি ক্রীড়াবিদ শহরে এসে পড়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে।ক্রীড়া মন্ত্রকের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, যদি ক্রীড়াবিদদের ঘর কম পড়ে, তা হলে শহরে থাকা ভারতীয়েরা যাতে এগিয়ে আসেন সেই আবেদন করা হয়েছে। অনেকেই তাতে সাড়া দিয়েছেন। ওই প্রতিনিধি বলেছেন, "ক্রীড়াবিদদের হোটেলে রাখাই আমাদের অগ্রাধিকার। তার পরেও কারও জন্য ঘর না পাওয়া গেলে ভারতীয়দের থেকে সাহায্য নেওয়া হবে।"কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবীয় পৌঁছে গিয়েছেন নাগোয়ায়। তাঁকে পরিস্থিতির ব্যাপারে জানানো হয়েছে। ঠিক হয়েছে, শেফ দ্য মিশন দলের অন্তত দু'জন সব সময় বিমানবন্দরে হাজির থাকবেন যাতে ক্রীড়াবিদেরা তাঁদের দেখে স্বস্তিবোধ করেন এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যাতে সুবিধা হয়।বাকি দেশের ক্রীড়াবিদদের আরও সমস্যা হচ্ছে। তাঁদের অনেককে ৯-১০ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে ঘর পেতে। দক্ষিণ কোরিয়া প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তবে কোনও অভিযোগই মানতে চাইছে না আয়োজক অলিম্পিক্স কাউন্সিল অফ এশিয়া। তবে বিপদ বুঝে তারা জানিয়েছে, পরের দু'টি এশিয়ান গেমসে অবশ্যই গেমস ভিলেজ তৈরি করা হবে।

এশিয়ান গেমসে একই গ্রুপে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট-হকির পর আর কোন খেলায় মহারণ ?

ক্রিকেটে ভারত আর পাকিস্তানকে এক গ্রুপে রাখা এখন নিয়মিত বিষয়। আইসিসি হোক বা এসিসি, প্রতিযোগিতা অন্তত একবার যাতে দুই দেশ মুখোমুখি হয়, তা নিশ্চিত করেন আয়োজকরা। ফুটবলে সাফের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তাদের এক গ্রুপে থাকাটা নতুন কিছু নয়। একই ছবি দেখা যায় হকির আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও। এবার এশিয়ান গেমসের টেবল টেনিসেও এক গ্রুপে রাখা হল এলওসি-র দু'পারে দুই দেশকে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগেই। রবিবার থেকে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে দুই দল। পহেলগাঁও সন্ত্রাস পরবর্তী সময়ে ভারত-পাক ম্যাচের তীব্রতা বেড়েছে কয়েকগুণ। ক্রিকেট-ফুটবলে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত পর্যন্ত না মেলানোর ছবিও দেখা গিয়েছে একাধিকবার। যদিও টেবল টেনিস দলের সে পথে হাঁটার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করছেন দলের কোচ সৌরভ চক্রবর্তী। নাগোয়া থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে বলছিলেন, "পাকিস্তানকে সাধারণ প্রতিপক্ষ হিসেবেই দেখছি। ওদের সঙ্গে হাত মেলানো বা না মেলানো কোনওটাই আমাদের ভাবনায় নেই। আর আমরা জিতলে সেটাই ওদের প্রতি জবাব দেওয়া হবে। তাই আমরা শুধু ম্যাচটা জেতার কথা ভাবছি।" পুরুষ বিভাগে পাকিস্তান ছাড়াও ভারতের লড়াই ইরান ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। গত সংস্করণে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল ইরান। অন্যদিকে, মহিলা বিভাগে অন্য দুই দেশ ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর। সিঙ্গলস এবং ডবলসের বিভিন্ন বিভাগেও কিছুটা ব্যাকফুটে ভারত। প্রতি বিভাগে বিরাট কোনও অঘটন না হলে, শেষ আটে উঠতে সমস্যা হবে না এদেশের প্যাডলারদের। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ হতে পারে চিন বা জাপানের তারকারা। যা নিয়ে দলের এক সদস্য বলছিলেন, "সেমিফাইনালে না উঠলে পদক পাওয়া যাবে না। কিন্তু সেই পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চিন বা জাপানের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এটা ঠিক যে, পদক পেতে হলে সেরাদের হারাতেই হবে। তবে সব বিভাগেই সেরাদের মুখোমুখি না হতে হলে ভালো হত।" নাগোয়া পৌঁছে ইতিমধ্যেই অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় দল।

'অপরিচিত' জার্সিতে টিম ইন্ডিয়া ?

শুক্রবার সকালে ভারতের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে জাপানের মহিলা ক্রিকেট দল। তবে গতবারের সোনাজয়ী ভারতের এশিয়ান গেমসের জার্সিতে দেখা গেল না বিসিসিআই এবং স্পনসরের লোগো। বদলে হরমনপ্রীত কৌররা অন্য নকশার জার্সি পরে মাঠে নামলেন। প্রশ্ন হল, কেন এই বদল?ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক সূচিতে ভারতীয় দল বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আইসিসি-র প্রতিযোগিতা বা দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ক্রিকেটারদের পোশাকে থাকে বিসিসিআই নির্ধারিত কিট। পাশাপাশি থাকে কিট প্রস্তুতকারকের পরিচয় এবং বাণিজ্যিক স্পনসরের লোগো। কিন্তু এশিয়ান গেমসের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা। এখানে দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মারা কেবল বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি নয়, গোটা ভারতীয় ক্রীড়া দলের অংশ। সেই কারণে এশিয়ান গেমসে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কিট আসে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা আইওএ-র অধীনে থাকা 'টিম ইন্ডিয়া' পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আইওএ-র ২০২৬ সালের কিট-সংক্রান্ত নথিতেও এশিয়ান গেমসের জন্য গোটা ভারতীয় কন্টিনজেন্টের ক্ষেত্রে একই ধরনের মানসম্মত কিট ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক একাধিক স্পোর্টস ইভেন্টে সব দেশের ক্রীড়াবিদদের নির্দিষ্ট জাতীয় কিট পরতে হয়। অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, ব্যাডমিন্টন, হকি বা ক্রিকেট-সহ সমস্ত খেলাতেই ভারতীয় দলের সদস্যদের জন্য নির্ধারিত নকশা, রং ও কাপড়ের কিট ব্যবহার করতে হয়। তাই বিভিন্ন খেলার ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের পোশাকে একটা মিল থাকে। অন্যদিকে, বিসিসিআইয়ের জার্সিতে সাধারণত স্পনসর ও কিট প্রস্তুতকারকের লোগো থাকে। কিন্তু এশিয়ান গেমসে ওসিএ ও আইওসি-র নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত ক্রীড়া সংস্থার বাণিজ্যিক স্পনসরের প্রচার করা যায় না। তাই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বা আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতীয় ক্রিকেটাররা যে জার্সি পরেন, এশিয়ান গেমসে সেই জার্সি পরা যায় না।এই কারণেই এশিয়ান গেমসের মাঠে পরিচিত জার্সির বদলে অন্য কিটে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটারদের। তবে জার্সি আলাদা হলেও পরিচয় একটাই। টিম ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য, জাপানকে মাত্র ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে হরমনপ্রীতের দল।

উত্তর-পূর্বে শক্তিশালী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার আহ্বান এনইপি ২০২০ বাস্তবায়নে জোর কিশোর বর্মণের

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-এর কার্যকর বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলন ২০২৬-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি উত্তর-পূর্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্ভাবনাকে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। "এনইপি ২০২০-এর বাস্তবায়ন: উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর জন্য লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক এই শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করেন মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। সম্মেলনে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসক, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান চ্যালেঞ্জ

ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন। বক্তব্যে কিশোর বর্মণ বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব শক্তি ও সম্পদের সঙ্গে উচ্চশিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীববৈচিত্র্য, বাঁশ সম্পদ, কৃষি এবং পর্যটন ক্ষেত্রকে শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করার উপর তিনি জোর দেন। মন্ত্রী বলেন, এনইপি ২০২০-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির নির্দিষ্ট চাহিদা ও সম্ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। পাশাপাশি তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা এবং উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। কিশোর বর্মণের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবসম্পদ এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভারতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে শিক্ষিত, দক্ষ, উদ্ভাবনী এবং উদ্যোগী করে তোলার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য, এমন একটি উত্তর-পূর্বাঞ্চল 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। সম্মেলনে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে এনইপি ২০২০ বাস্তবায়নের অগ্রগতি, অঞ্চলভিত্তিক সমস্যা এবং উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন

আগরতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর: প্রতি বছরের মতো এবছর ও বোধজংনগর স্থিত টি এস আর ২ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরাও ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা। গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজিত হচ্ছেন দেব শিল্পীন প্রতি বছরের মতো এবছর ও বোধজংনগর স্থিত টি এস আর ২ নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরাও ধর্মীয় রীতি-নীতি মেনে বিশ্বকর্মা পূজোর আয়োজন করা হয়েছে। এদিন পূজা শেষে টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ও অস্ত্র পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং জওয়ানরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তাদের অস্ত্র সঠিক সময়ে সঠিক কাজে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্বকর্মা পূজার রাতে জুয়া-মদের আসরের অভিযোগ

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বোধজংনগর থানাধীন আর.কে নগর গ্রুপ সেন্টার এলাকায় বিশ্বকর্মা পূজার রাতে বেআইনি জুয়া ও মদের আসর বসার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশ্বকর্মা পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই আর.কে নগর গ্রুপ সেন্টার এলাকায় রাতভর জুয়া ও মদের আসর চলেছে। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার থানায় জানানো হলেও পুলিশ কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, রাতভর এই ধরনের কর্মকাণ্ড চললেও তা বন্ধ করতে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও ধরনের বেআইনি বা অসামাজিক কার্যকলাপ না ঘটে, সেদিকে প্রশাসনের আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন। একইসঙ্গে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে বেআইনি কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। তবে জুয়া ও মদের আসরের অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অভিযোগের সত্যতা এবং পুলিশের ভূমিকা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ভীমরুলের আক্রমণে গুরুতর আহত বৃদ্ধা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: কৃষিক্ষেতে কাজ করার সময় লাল ভীমরুলের আক্রমণে গুরুতর আহত হলেন এক বৃদ্ধা মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহত বৃদ্ধার নাম প্রণতি দেবনাথ। বর্তমানে তিনি চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

জানা যায়, কৃষিক্ষেতে কাজ করার সময় আচমকাই লাল ভীমরুলের আক্রমণের শিকার হন প্রণতি দেবনাথ। ভীমরুলের একাধিক হুলে গুরুতর আহত হয়ে পড়েন তিনি। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে আসার পর দ্রুত এলাকার নেতৃত্ব উত্তম অধিকারীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে উত্তম অধিকারী দ্রুত চেবরী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পাশাপাশি আহত বৃদ্ধাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেন তিনি।

এরপর পরিবারের সদস্যরা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে জনসেবা সংকল্প অভিজানে অন্নসেবা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'- এই মূলমন্ত্রকে পাথেয় করে ত্রিপুরা রাজ্যজুড়ে শুরু হওয়া মাসব্যাপী " সেবা সংকল্প অভিযান "- এ সামিল হলো পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৫ কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত ডুকলি ব্লকের ঐতিহ্যবাহী পিএম শ্রী সেকেরকোট উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অভিযানের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে সেকেরকোট বাজারে ও জাতীয় সড়ক পাশে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক আনন্দঘন পরিবেশে "অন্ন সেবা"র আয়োজন করা হয়। জাতীয় সড়কের পাশে বিদ্যালয়ের মূল গেইটে আয়জিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস মহোদয়, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রী খোকন সাহা মহোদয়, সকল শিক্ষক শিক্ষিকা, অফিস কর্মী ও স্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্রাশ ব্যান্ডে রাষ্ট্রীয় গীত বন্দেমাতরম পরিবেশন করে সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি দীপান্বিতা দেব ও ছাত্রী দিয়া দেবনাথ গানটি করেন। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতি মৌমিতা রায় একটি সুন্দর দেশাত্মবোধক নৃত্য পরিবেশন করে। স্বাগত ভাষণে প্রধান শিক্ষক শ্রী সন্তোষ কুমার রায়চৌধুরী জানান য, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে শুধু পড়াশোনা নয়, মানুষের সেবা সহ প্রকৃতিক রক্ষা করা।পিএম শ্রী প্রকল্পের আওতায় আসার পর থেকে বিদ্যালয়টি পরিকাঠামোগত ও গুনগত মানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনেও বিশেষ জোর দিচ্ছে। প্রধান অতিথি তথা বিধায়িকা শ্রীমতি অন্তরা সরকার দেব মহোদয়া বিদ্যালয়ের এই সময়োপযোগী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

তিনি সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদীজী ও সরকারের লক্ষ্য এটা জানান। মোদীজী এই জন্মদিনে উনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। সকলেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গন ও সেকেরকোট বাজারে সাফাই অভিযানে অংশ নেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সুধীর চন্দ্র দাস মহোদয় বিদ্যালয়ের এই অভিনব উদ্যোগ আগামীদিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে এবং বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করবেন এই অঙ্গীকার করেন।

গভীর রাতে বাইকসহ নিখোঁজ একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া, উদ্বিগ্ন পরিবার

বিশালগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর: গভীর রাতে বাবা-মায়ের অজান্তে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ একাদশ শ্রেণির এক ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জম্পুইজলা ব্লকের দুর্গম গুলিরাই বাড়ি ভিলেজের চান্দুয়াপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

নিখোঁজ ছাত্রের নাম জুয়েল মিয়া (১৯)। তাঁর বাবা বাচ্চু মিয়া এবং মা নুরজাহান বেগম। জুয়েল প্রমোদনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। পরিবারের দাবি, শুক্রবার রাতে অন্যান্য দিনের মতোই বাবা-মায়ের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিল জুয়েল।

শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা-মা দেখতে পান, ছেলের ঘরের দরজা খোলা। ঘরে জুয়েল নেই, পাশাপাশি তাঁর ব্যবহৃত টিআর-০৭-জি-৭৫১৩ নম্বরের বাজাজ পালসার বাইকটিও নেই। এরপর পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে বিভিন্ন এলাকায় জুয়েলের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেন। তবে দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

পরবর্তীতে পরিবারের সদস্যরা বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে বিষয়টি পুলিশকে জানান। নিখোঁজ ছাত্রের পরিবারকে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে, ছেলের কোনও সন্ধান না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন জুয়েলের বাবা-মা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দ্রুত তাঁদের ছেলেকে খুঁজে বের করার আবেদন জানিয়েছেন।

গভীর রাতে একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বাইকসহ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

১১ দফা দাবিতে আগরতলায় সিভিল পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের ধর্না

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আজ আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন মহাত্মা গান্ধী মূর্তির পাশে ধর্নায় বসছে ফোরাম অব সিভিল পেনশনার্স' অ্যাসোসিয়েশনস।

পেনশনভোগীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, আর্থিক সুযোগ-সুবিধায় সমতা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করার দাবিতে এই ধর্নার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে মোট ১১ দফা দাবি তুলে ধরা হয়েছে। ধর্না কর্মসূচি থেকে ভ্যালিডেশন সংক্রান্ত ব্যবস্থা প্রত্যাহার, সমস্ত অংশের পেনশনভোগীদের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পে কমিশন চালু এবং সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্বর্তী আর্থিক সুবিধা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি ডিয়ারনেস রিলিফ (ডিআর) ৫০ শতাংশে পৌঁছানোর পর তা মূল বেতন ও মূল পেনশনের সঙ্গে যুক্ত করার দাবিও তুলে ধরা হয়েছে। সংগঠনের দাবি, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের অসামঞ্জস্য রয়েছে। এর ফলে পেনশনভোগীদের একটি বড় অংশ আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। তাই সরকারের কাছে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যাগুলোর সমাধানের আবেদন জানানো হয়েছে।

ধর্না কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের সচিব গোপাল চন্দ্র সেন বলেন, পেনশনভোগীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। দীর্ঘদিন ধরে দাবিগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও প্রত্যাশিত সমাধান না হওয়ায় সংগঠনকে আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে বলে জানান তিনি।

সংগঠনের সভাপতি মানিক লাল ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা দীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরের পর তাঁদের ন্যায্য আর্থিক সুবিধা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। তাই পেনশনভোগীদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে কলকাতায় ত্রিপুরা ভবনে আশীর্বাদ কা দিয়া প্রজ্বলন

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহার আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অঙ্গ হিসেবে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিটস্থিত ত্রিপুরা ভবনে অনুষ্ঠিত হল 'আশীর্বাদ কা দিয়া' প্রজ্বলন কর্মসূচি। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ত্রিপুরা ভবন প্রাঙ্গণে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিক ও কর্মচারীদের পাশাপাশি আবাসিকরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। প্রদীপ প্রজ্বলনকে কেন্দ্র করে ভবন চত্বরে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। 'আশীর্বাদ কা দিয়া' প্রজ্বলনের মাধ্যমে সেবা, সম্প্রীতি ও শুভকামনার বার্তা তুলে ধরা হয়। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে প্রদীপ প্রজ্বলন করে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ত্রিপুরা ভবনের আধিকারিক, কর্মচারী এবং আবাসিকদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে কলকাতার বুকে এই কর্মসূচি সেবা সংকল্পের মাধ্যমে ত্রিপুরার ঐক্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির একটি সুন্দর চিত্র প্রস্ফুটিত হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ত্রিপুরা ভবন প্রাঙ্গণ।

শুকনো গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার গাড়িচালক

সোনামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভোররাতে অভিযান চালিয়ে সোনামুড়া থানার অন্তর্গত ধনপুর বাজার এলাকায় বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। অভিযানে একটি সাদা রঙের বলেরিনো গাড়ি আটক করে তার ভিতর থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুলডোজার 'হাতিয়ে নেওয়ার চক্রান্তের' অভিযোগে ধর্মনগরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশের দিকে তাকিয়ে মালিক

ধর্মনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর: চুরি হয়ে যাওয়া একটি বুলডোজার উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মনগরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া বুলডোজারটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সেটিকে অন্যভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় অভিযোগের তীর বুলডোজারটি ভাড়া নেওয়া এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগের সত্যতা তদন্তসাপেক্ষ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কালাছড়ার বাসিন্দা আব্দুল কুদ্দুস, পিতা আব্দুর শহিদ, তাঁর নিজ নামে নিবন্ধিত টিআর০২এল১৯৩৮ নম্বরের একটি বুলডোজার গত ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ধর্মনগর রাজবাড়ী মণ্ডপপাড়া এলাকার বাসিন্দা ঠিকাদার দীপন নাথ, পিতা মান্তু নাথের ঠিকাদারি সংস্থা ডি এন কনস্ট্রাকশন-এর কাছে মাসিক ভাড়ায় দেন।

কয়েক মাস বুলডোজারটি চলার পর গত ২৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে আব্দুল কুদ্দুসকে জানানো হয়, সাতচাঁদ-মনুবাজার এলাকার পার্থজিৎ চক্রবর্তীর বাড়ির কাছ থেকে তাঁর বুলডোজারটি চুরি হয়ে গেছে। এরপর ২৮ অক্টোবর মনুবাজার থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন বুলডোজারের মালিক।

মালিকের দাবি, দীর্ঘদিন তদন্ত ও খোঁজাখুঁজি করেও পুলিশ বুলডোজারটির সন্ধান পায়নি। পরবর্তীতে আদালতে শর্তসাপেক্ষে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয় বলেও দাবি তাঁর। তবে বুলডোজারটির সন্ধানে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন আব্দুল কুদ্দুস। অবশেষে শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে তিনি খবর পান, তাঁর চুরি যাওয়া বুলডোজারটি ধর্মনগর দক্ষিণ হুরুয়া এলাকার একটি সয়াবিন কারখানার আশপাশে রাখা রয়েছে। খবর পেয়ে তিনি ধর্মনগর থানায় বিষয়টি জানান। পরে পুলিশের সহযোগিতায় সেখানে অভিযান চালিয়ে বুলডোজারটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

তবে বুলডোজারটি উদ্ধারের পরই রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আব্দুল কুদ্দুসের দাবি, তাঁর বুলডোজারের আসল রেজিস্ট্রেশন নম্বর টিআর০২এল১৮৩৮। অথচ উদ্ধার হওয়া বুলডোজারটিতে বর্তমানে এনএল০৪ডিএ০০৪৯ নম্বর লেখা রয়েছে।

মালিকের অভিযোগ, বর্তমান রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া বুলডোজারটির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরের মিল নেই। অন্যদিকে তাঁর নামে থাকা টিআর০২এল১৮৩৮ নম্বরের নথির সঙ্গে বুলডোজারটির চেসিস ও ইঞ্জিন নম্বরের মিল রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। ফলে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পরিবর্তন এবং মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে।

আব্দুল কুদ্দুসের আরও অভিযোগ, শুক্রবার রাতে যে স্থান থেকে বুলডোজারটি উদ্ধার করা হয়, সেখানে সেটির আশপাশে বুলডোজারটি ভাড়া নেওয়া ঠিকাদার দীপন নাথের দুটি ব্যক্তিগত গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। উদ্ধার হওয়া বুলডোজারটির বর্তমান রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ডি এন কনস্ট্রাকশন-এর নামে করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, বুলডোজারটি ভাড়া নেওয়া দীপন নাথই ওই সংস্থার মালিক।

এই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আব্দুল কুদ্দুসের দাবি, বুলডোজার চুরি যাওয়ার ঘটনার আড়ালে সেটিকে অন্যভাবে হাতিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন।

ঘটনাকে ঘিরে এখন একাধিক প্রশ্ন সামনে এসেছে। কীভাবে বুলডোজারটি চুরি যাওয়ার পর অন্যত্র পৌঁছাল, কেন সেটিতে ভিন্ন রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া গেল এবং এর সঙ্গে কারা জড়িত, তা নিয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। অভিযোগের সত্যতা, বুলডোজারটির প্রকৃত মালিকানা এবং রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয় পুলিশি তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। বর্তমানে পুরো ঘটনার রহস্য উদঘাটনে ধর্মনগর থানার তদন্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বুলডোজারের মালিক।

বিশ্বকর্মা পুজোতে বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পূজার আনন্দের মধ্যেই মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। গুরুতর আহত আরও দুইজনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। শুক্রবার রাতে উদয়পুর শহর সংলগ্ন হাউজিং বোর্ড এলাকায় আগরতলা-সাবরুম জাতীয় সড়কে দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম রফিক মিয়া (৪২)।

জানা যায়, শুক্রবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ হাউজিং বোর্ড সংলগ্ন জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গকুলপুর এলাকার বাসিন্দা রোহন দেবনাথ (২৬) বাইক চালিয়ে রাজারবাগ বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গকুলপুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাইকের পিছনে ছিলেন বিশাল পাল (২৪)।

অন্যদিকে, রফিক মিয়া ছনবন এলাকা থেকে উদয়পুরের সুকান্ত পল্লীতে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। হাউজিং বোর্ড সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে দুই বাইকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় তিনজনই রাস্তায় ছিটকে পড়েন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। পরে দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রফিক মিয়া ও রোহন দেবনাথকে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয়দের সহযোগিতায় বিশাল পালকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইসকন মন্দিরে রাধাষ্টমী মহোৎসব

আগরতলা: ১৯ সেপ্টেম্বর। আগরতলার আশ্রমচৌমুহনীস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দিরে শনিবার ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হল রাধাষ্টমী মহামহোৎসব। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাধারাণীর আবির্ভাব তিথিকে কেন্দ্র করে মহাঅভিষেক, কীর্তন ও মহাপ্রসাদের আয়োজন করা হয়। হিন্দু বৈষ্ণব ধর্মমতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়া শ্রীরাধার আবির্ভাব তিথিই রাধাষ্টমী।

ভক্তদের বিশ্বাস, শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ এবং তাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি, ত্যাগ ও আত্মসমর্পণের আদর্শ। তাই রাধাষ্টমী শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, ভক্তদের কাছে এটি ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভক্তির এক বিশেষ উপলক্ষ।

এই দিনে রাধারাণীর উদ্দেশে বিশেষ পূজা, অভিষেক ও কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তরা তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। ইসকন মন্দিরেও দিনভর হরিনাম সংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে গোটা প্রাঙ্গণ।

ভক্তদের সমবেত কীর্তন ও প্রার্থনায় সৃষ্টি হয় এক গভীর আধ্যাত্মিক আবহ। মহাঅভিষেক শেষে ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাধারাণীর প্রেম ও ভক্তির আদর্শে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করার প্রার্থনায় শেষ হয় দিনব্যাপী এই মহোৎসব।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 20-09-2026, 00:52